হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১৫ই জুলাই, ১৯৩৯ | নবম বর্ষ | ত্রয়োদশ সংখ্যা

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১। দোয়া ... ... ২৯৩ পৃঃ
২। অমৃত বাণী ... ... ২৯৪ „
৩। খোদামুল-আহমদীয়া (কবিতা) ... ২৯৫ „
৪। বাংলার আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণের খেদমতে একটি বিশেষ নিবেদন ... ২৯৬ „
৫। বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞান-অর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ... ... ২৯৭-৩০৪ পৃঃ
৬। ইসলামে খোদা ... ... ৩০৪-১০ „
৭। আহমদীয়তের বিজয় ও আজাদ পত্রিকার সংকীর্ণতা ... ... ৩১১-১২ „
৮। জগৎ আমাদের ... ... ৩১২-১৬ „

'তবলীগ ডে'

আগামী ৩০শে জুলাই মোসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে তবলীগ করিবার জন্য জগৎ ব্যাপী 'তবলীগ'-ডে' নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বন্ধুগণ উক্ত দিবস সুচারুরূপে তবলীগ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য এখন হইতেই যত্নবান হউন এবং ট্রাক্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করুন। তবলীগের রিপোর্ট ঢাকা প্রাদেশিক আঞ্জোমন আফিসে পাঠাইবেন, উক্ত দিবসে বিতরণের জন্য প্রাদেশিক অফিস হইতে "আহমদীয়া জমাতের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য" ট্রাক্টখানা খরিদ করিয়া নিতে পারেন। ইহার মূল্য প্রতি কপি দুই পয়সা ও ১০০ কপি দুইটাকা ও ১০০০ কপি নয় টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে উক্ত পুস্তক বড়ই কার্য্যকারী হইবে, ইন্‌শাল্লাহ্।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

আহমদীর গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ভি-পি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হউন

আহমদীর গ্রাহক গ্রাহিকাগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, যাঁহাদের চাঁদা এখনো বাকী আছে তাঁহাদের নিকট **আগামী ২৯শে জুলাই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ৩১শে জুলাই সংখ্যা ভি-পি যোগে পাঠান হইবে।** আশা করি, অধিকাংশ বন্ধুই ভি-পি প্রেরণের পূর্ব্বেই নিজ নিজ দেয় চাঁদা আদায় করিয়া দিবেন এবং যাঁহারা একান্তই অক্ষম হন তাঁহারা ভি-পি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন।

ম্যানেজার, 'আহমদী'

পাক্ষিক

আহমদী

নবম বর্ষ | ১৫ই জুলাই, ১৯৩৯ | ত্রয়োদশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করমের (সাঃ) হাদিস হইতে]

আয়না বা দর্পণ দর্শন কালে

اللهم كما حسنت خلقي فاحسن خلقي وحرم وجهى على النار * الحمد لله الذى سوى خلق فعدله وصورا صورة وجهى فاحسنها وجعلنى من المسلمين *

অনুবাদ :—"হে আল্লাহ্ ; তুমি যেমন আমার আকৃতি উত্তম করিয়াছ, তেমনি আমার প্রকৃতিও উত্তম কর এবং (নরকের) অগ্নি হইতে আমার চেহারাকে রক্ষা কর। সকল প্রশংসার অধিকারী সেই আল্লাহ্, যিনি আমাকে সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সঠিক আকৃতি দিয়াছেন এবং আমার চেহারাকে চারু-দর্শন করিয়াছেন এবং আমাকে মোসলমান করিয়াছেন।"

গৃহে শান্তির সহিত অবস্থান কালে

الحمد لله الذى كفانى واوينى والحمد لله الذى اطعمنى وسقانى والحمد لله الذى من علي اسئلك ان يجيرنى من النار *

অনুবাদ :—"সকল প্রশংসার অধিকারী সেই আল্লাহ্, যিনি আমার যাবতীয় প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন এবং আমাকে খাদ্য ও পানীয় দিয়াছেন। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে (নরকের) অগ্নি হইতে বাঁচাইও।"

গৃহে প্রবেশ কালে

اللهم انى اسئلك خير المولج وخير المخرج - بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا *

অনুবাদ :—"হে আল্লাহ্! আমি তোমা হইতে গৃহে প্রবেশের কল্যাণ কামনা করি এবং গৃহ হইতে বহির্গমনের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আল্লাহ্র নামে আমি প্রবেশ করিলাম এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপরই ভরসা করিলাম।"

গৃহ হইতে বহির্গমন কালে

بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله - اللهم انى اعوذ بك ان أضل او أضل او أظلم او أظلم او اجهل او يجهل علي —

অনুবাদ :—"আল্লাহ্র নামের আশীষ প্রার্থনা করিয়া এবং তাঁহারই উপর ভরসা করিয়া বাহির হইলাম। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতিরেকে কোন অন্যায় হইতে বাঁচিয়া থাকা যায় না এবং কোন পুণ্য কার্য্যও সম্পাদন করা যায় না। হে আল্লাহ, আমি তোমার আশ্রয় চাই যেন স্বয়ং পথভ্রষ্ট না হই এবং অন্যকেও পথ-ভ্রষ্ট না করি, কিম্বা 'জালেম' বা অত্যাচারীও না হই এবং 'মজলুম' বা অত্যাচারিতও না হই, কিম্বা কাহারো প্রতি 'জেহালত' বা মূর্খ-সুলভ কার্য্যও না করি এবং আমার প্রতিও কেহ 'জেহালত' বা মূর্খ-সুলভ কার্য্য না করে।"

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

প্রকৃত পুণ্য

"পুণ্যের সর্ব্বোচ্চ স্তর হইল এই যে, মানুষ খাটি প্রেমের বশীভূত হইয়া পরোপকার করিবে। এইরূপ সৎকাজে উপকার প্রদর্শনের ভাব থাকে না—যেমন মাতা কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া বরং স্বাভাবিক প্রেরণার বশীভূত হইয়া নিজ সন্তানের প্রতিপালন করেন এবং এবং তাহার জন্য সকল সুখ ও আরাম জলাঞ্জলি দেন। এমন কি, কোন বাদশাহ্‌ যদি কোন মাতাকে আদেশ করেন যে, তুমি তোমার সন্তানকে দুধ পান করাইও না এবং ইহাতে সন্তান মরিয়া গেলেও তোমার কোন শাস্তি হইবে না, তবে কি মাতা সেই আদেশ শুনিয়া সুখী হইবেন এবং তাহা পালন করিবেন? কখনো নয়, বরং মাতা তো এরূপ বাদশাহ্‌কে মনে মনে অভিশাপ দিবেন, কেন তিনি এরূপ আদেশ করিলেন।" (আল্‌হাকাম, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০৫)

পুণ্যের তিন স্তর

"ان اللـه يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى"

"এই আয়েতে সর্ব্বপ্রথম বলা হইয়াছে, **'আদল্‌'** বা **ন্যায়াচরণ** কর। অতঃপর আরো অগ্রসর হইয়া বলা হইয়াছে, খোদা তোমাদের প্রতি **'এহ্‌সান' বা পরোপকারেরও আদেশ** করিয়াছেন—অর্থাৎ যাহা হইতে উপকার পাইয়াছ কেবল তাহারই যে উপকার করিবে তাহা নহে, বরং এরূপ ব্যক্তির প্রতিও উপকার করিবে যাহার কোন 'হক' নাই যে, তুমি তাহার প্রতি উপকার কর। কিন্তু 'এহ্‌সান' বা বিনা-প্রতিদানে উপকার করার মধ্যেও একপ্রকার সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকিয়া যায়; যাহার প্রতি 'এহ্‌সান' করা হয় তাহার সঙ্গে একটি গোপন সম্পর্ক থাকিয়া যায়, কেননা সে যদি কখনো এহ্‌সান-কারীর 'তবিয়ত' বা মেজাজ-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিয়া বসে, কিম্বা তাহার কোনরূপ 'না-ফরমানী' বা অবাধ্যাচরণ করিয়া বসে তবে এহ্‌সানকারী 'নারাজ' হইয়া তাহাকে 'এহ্‌সান-ফরামুশ্‌' (অকৃতজ্ঞ) ও 'নিমক-হারাম' (কৃতঘ্ন) ইত্যাদি বলিয়া ফেলে। এহ্‌সান-কারী তাহার এই 'নারাজগী' বা অসন্তুষ্টি দমন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহার মধ্যে এই ত্রুটি এরূপ সূক্ষ্ম ও গোপন ভাবে থাকিয়া যায় যে, তাহা কোন না কোন সময় প্রকাশ হইয়াই পড়ে। তাই এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, এহ্‌সান বা বিনা-প্রতিদানে উপকার করার স্তর হইতেও উপরে উঠিয়া **"ইতাই-জিল-কুরবা" —অর্থাৎ মাতা যেরূপ সন্তানের উপকার করে সেইরূপে** অপরের উপকার কর। সন্তানের প্রতি মাতার ভালবাসা এক স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত জিনিষ। ইহা কোন লোভ-লালসার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন কোন সময় মাতা ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা হন; নিজ শিশু সন্তান হইতে সেবা পাইবার তাঁহার কোন আশা থাকে না, কারণ সেই শিশু যৌবন লাভ করিয়া বিদ্বান হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বাঁচিয়া থাকার কল্পনাও তিনি করিতে পারেন না।

বস্তুতঃ কোন খেদ্‌মত বা উপকারের প্রত্যাশা ব্যতিরেকে নিজ সন্তানকে ভালবাসা মাতার প্রকৃতিগত। মাতা স্বয়ং দুঃখ বরণ করিয়া সন্তানকে সুখী করিতে চেষ্টা করেন। নিজে বিছানার ভিজা অংশে শুইয়া সন্তানকে শুষ্ক অংশে শায়িত করেন। সন্তান রুগ্ন হইলে মাতা রাত্র জাগরণ করিয়া নানারূপ কষ্ট বরণ করেন। এখন বল, মাতা সন্তানের জন্য যাহা কিছু করেন তাহাতে 'বানাউট' বা কপটতার কোন লেশ মাত্র থাকে কি না?

অতএব আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "এহ্‌সান"-এর স্তর হইতেই উপরে উঠিয়া "ইতাইজিল্‌-কুর্‌বা"-এর স্তরে পৌঁছ এবং কোন প্রতিদান, লোভ বা খেদমতের আশা না করিয়া স্বাভাবিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া খোদার সৃষ্ট জীবের উপকার কর। খোদার সৃষ্টির প্রতি এরূপ 'নেকী' কর যেন তাহাতে কোনরূপ 'বানাউট' বা লোক-দেখান ভাব না থাকে।' (আল্‌হাকাম, ১৪ জুলাই, ১৯০৮।

খোদ্দামূল-আহ্‌মদীয়া

তড়িৎ বেগে জোড়-কদম চল রে চল
চির নওজোয়ান তোর নওজোয়ানীর আসুক বল !
তুই কান পেতে শোন দূর গগনে জয়-নিনাদ
তুই তুফান হয়ে তোড়-জোড়ে ভাঙ ভাঙ্গন-বাঁধ।
তুই মাহদীর সেনা শেষ শঙ্কটের ঘূর্ণিবায়ু
তোর হুঙ্কারে আজ মর জগতে আনবে আয়ু ।
তুই লম্ফ দিয়ে দাঁড়া সেথায় হিমাচলে
এই চীন-ভারতের বিপদ ডোবা সাগর জলে।
তোর উর্দ্ধে মহাশূন্য হতে আসছে আদেশ
"লা-তাখাফ্" তোর তেলেস্‌মাতে সব তোরই দেশ ।
এই অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীটারে মানব জাতি
যদিও আস্ফালনে দাঁড়াক শেষে তোরই সাথী।
এরা অন্ধ যদিও বন্ধ ঘরে লাফায় জোড়ে
তোর বিদ্যুতেরই চমক লেগে চিন্‌বে তোরে।
শেষে বলবে হেসে মছিহ্‌র এ-দ্যুত পৃথিবীতে
হের আনল ধরায় স্বর্গ-রাজ্য মানব চিতে !
সুখে হাত-তালিতে আকাশ পাতাল পাইবে জয়
সেই জয়ের সারা আসুক বুকে পালাক ভয় !
ওরে ভয়ের ভ্রাতা বিশ্ব-ত্রাতার খোদ খাদেম !

তুই আহ্‌মদেরই আশেক, বুকে মানব-প্রেম।
তোর অভয়-বাণী শোনবে যেদিন হিন্দুস্থান
দেখিস্ মসজিদে কি মন্দিরেও সব মুসলমান।
তখন পূজারী ও মুয়াজ্জনের সম্ভোগের
সুখের আসবে স্বরাজ অবতারের এই যুগের।
যারা মরছে লড়ে স্বরাজ-লাভের ভুল পথে
তাদের ধ্বংস হ'তে জটায় ধরে তোল রথে।
তোর ঘরেও যাঁরা নীরব মোমেন বোকার দল
তাঁদের বের করে বল লক্ষ্মী-ছাড়া এগিয়ে চল।
তুই সাগর-বুকে জায়-নামাজে নামাজ পড়
মহা আকাশতলে একলা রে তোর খোদার ঘর।
ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ু ভূমিকম্প তোরই দাস
তোর টঙ্কারেতে আনবে প্রলয় সর্ব্বনাশ।
তোর খাহেশ্ হ'তে আসবে আবার বাদশাহী
তুই খোদার-দ্বীনের খাদেম জগৎ জান্‌ল কি !
তোর জাম্বিলের ঐ শুক্‌নো রুটি শুক্‌নো ফল
তোর আতস্ বুকে আনবে ভীষণ অগ্নি বল।
কবি খোদার নবীর মহব্বতের খোস পাগল
বলে অন্ধকারের বন্ধ কারার ভাঙ আগল।

—মতিন।

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ)

আদেশ

আগামী ১৫ই আগষ্ট

সর্ব্বত্র তাহরিকে-জদীদের মিটিং করুন

বাংলার আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণের খেদমতে একটি বিশেষ নিবেদন

বাংলার আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণ অবগত আছেন যে, আজ কয় বৎসর যাবৎ আমাদের সিলসিলার বিরুদ্ধবাদী মৌলবী রুহুল-আমীন সাহেব আমাদের সিলসিলার বিরুদ্ধে 'কাদিয়ানী-রদ' নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহাতে কতিপয় ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, অবান্তর ও মিথ্যা কথা পেশ করতঃ বাংলার জনসাধারণকে ধোকা দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলতঃ, কোরান-হাদীস সম্বন্ধে অজ্ঞ কতিপয় লোক তাহার এই ধোকায় পড়িয়া সত্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। বাংলার আহমদিগণ তাঁহার এই ধোকা ভঞ্জনের প্রয়োজন হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়া আসিয়াছেন এবং সত্বর ইহার জওয়াব প্রকাশ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়াছেন। সে মতে বিগত মজলিসে শুরায় ইহার একখানা জওয়াব প্রকাশ করিবার জন্য এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় সুবিজ্ঞ আলীম সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবকে এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচন করা হয়। তদনুসারে জোনাব মৌলানা সাহেব মৌলবী রুহুল আমীন সাহেবের পুস্তকের পাঁচখণ্ড দান্দান-শেকন জোওয়াব লিখিয়াছেন। ইহাতে যাবতীয় এতেরাজাতেরই জোওয়াব দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সত্বর প্রকাশিত হওয়া এবং প্রত্যেক আহমদীর হাতে ইহার এক কপি থাকা একান্তই আবশ্যক।

অতএব বাংলার জমাতের সকল ভ্রাতাভগ্নির খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা ইহার মুদ্রন-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য নিজ উদার হস্ত প্রসারিত করুন এবং সত্বর চাঁদার প্রতিশ্রুতি ও নগদ টাকা প্রেরণ করুন। বিগত মজলিসে শুরায় কতিপয় বন্ধু ও জমাত এই কার্য্যের জন্য কিছু ওয়াদা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের খেদমতে নিবেদন এই যে, পুস্তকখানার কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহাদের পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত চাঁদা এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট নহে। অতএব তাঁহাদিগকেও পুনরায় অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা এই আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি আরো বাড়াইয়া দিন। আশা করি, সকল ভ্রাতাভগ্নিগণ ইহার সাহায্য কল্পে 'লাব্বায়েক' বলিয়া অগ্রসর হইবেন। আল্লাহ্‌তা'লা সকল ভ্রাতাভগ্নিকে এই সোয়াবের কার্য্যে যথোচিত ভাবে যোগদান করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

জুবিলী ফাণ্ডে ১০০০৲ টাকা দান

বন্ধুগণ শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের মাননীয় আমীর আল্‌হাজ্ব খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী এম-এ বি-টি মহোদয় খেলাফত জুবিলী ফাণ্ডে ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিয়া বাংলার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই মহা কোরবাণীর মহা পুরস্কার ইহ-পরকালে দান করুন—আমীন!

অন্যান্য বন্ধুগণও সত্বর নিজ নিজ প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিয়া মহা পুণ্যের অধিকারী হউন!

বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞান-অর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা

অশিক্ষিত লোকগণ শিক্ষালাভ করিতে যত্নবান হউক

শিক্ষিত লোকগণ অপরকে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হউক

[হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ)
২৩শে জুন তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

কিছুকাল যাবৎ আমি গ্রন্থিবাত রোগে ভোগিতেছি ; তাই বিগত জুমার নামাজ পড়াইতে পারি নাই। আমার ইচ্ছা ছিল যে, সেই জুমার নামাজ নিজেই পড়াইব। সেই উদ্দেশ্যেই দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই আমি একটু চলাফেরা করিতে আরম্ভ করি, কারণ গ্রন্থি-বাত রোগের অবসান কালে ধীরে ধীরে চলা-ফেরা করিলে উপকার হয়। দুই বৎসর পুর্ব্বে যখন সর্ব্ব-প্রথম আমি এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হই তখন রোগাবসান কালে চলা-ফেরা করায় আরাম পাইয়াছিলাম। কিন্তু এবার হয়তো কোন নিয়ম লঙ্ঘনবশতঃ, কিম্বা ইহা রোগের শেষ অবস্থা ছিল না বলিয়া, দুই দিন বাহিরে চলাফেরার ফলে গতকল্য পুনরায় গ্রন্থি-বাতের আক্রমণ হয়, গ্রন্থি ফুলিয়া যায়, জ্বরও হয়। কিন্তু যেহেতু আমি জুমার নামাজের উদ্দেশ্যেই এই কষ্ট বরণ করিয়াছিলাম, তাই মনে মনে বলিলাম, "আজ ইহার প্রতিশোধ লওয়া উচিত এবং কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজেই জুমা পড়ান উচিত। পরে যাহাই হয়, হইবে"।

গ্রন্থি ফুলিয়া যাওয়ায় অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না বলিয়া এবং বেদনা বশতঃ পূর্ণ মনোযোগ কায়েম রাখা যায় না বলিয়া সংক্ষেপে আজ আমি এরূপ এক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই যৎ-সম্বন্ধে কাদিয়ানের জমাত চেষ্টা করিতেছে এবং কাদিয়ানের আদর্শ দেখিয়া অন্যান্য জমাতও চেষ্টা করিবে—তাহা হইল সাধারণ শিক্ষার বিষয়।

রসুল করীম (সাঃ) শিক্ষাকে এত আবশ্যকীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে, ফলে, মক্কার লোকগণ, যাহারা লেখাপড়াকে ঘৃণ্য মনে করিত, তাহারাও ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মক্কাবাসিগণ লেখাপড়াকে এত ঘৃণা করিত যে, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও যদি কেহ শিক্ষিত বলিত তবে সে উত্তর করিত, "তুমি কি মনে কর আমি সম্ভ্রান্ত বংশীয় নই ?" অর্থাৎ তাহারা যেন অশিক্ষাকেই ভদ্রতার মাপকাঠি মনে করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেবল এরূপ লোকই লেখাপড়া শিক্ষা করিত যাহাদের পক্ষে সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য লেখাপড়ার আবশ্যক হইত। বস্তুতঃ প্রত্যেক বড় বড় বংশ হইতে দুই একজন লোককে এই কাজের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাদের হস্তে এই লেখাপড়ার কার্য্য সোপর্দ্দ করা হইত। যথা—সম্ভ্রান্ত লোকদের চিঠি-পত্র লিখিবার আবশ্যক হইলে, বা ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি-পত্র হইলে, বা লড়াই সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন নির্দ্ধারিত হইলে, বা 'কাবা' সংক্রান্ত কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক হইলে, বা সহর সংক্রান্ত কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে, যে সকল বংশের উপর এই সকল কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকিত সেই সকল বংশ নিজেদের মধ্য হইতে দুই এক জনকে এই সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য মামুলি লেখাপড়া শিখাইত। ঈদৃশ দুই একজন ছাড়া অপর লোকগণ গর্ব্ব করিয়া বলিত "আমরা লেখাপড়া শিখি নাই, কারণ আমরা সম্ভ্রান্ত"।

এইরূপ এক জাতির মধ্যেই হজরত রসুল করীম (সাঃ) জন্ম লাভ করেন এবং তাহাদের মধ্যেই প্রতিপালিত হন। ইত্যাবস্থায় বাহ্যতঃ তাঁহার নিকট বিদ্যার কোন 'কদর' না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কাজ যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লার 'হেদায়ত' (নির্দ্দেশ) অনুযায়ী হইত তাই তিনি এস্থলেও প্রচলিত ধারণার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া সাহাবগণকে পুনঃ পুনঃ লেখাপড়া শিক্ষা করিতে তাকীদ করেন।

ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসুল করীম (সাঃ) শিক্ষা সম্বন্ধে এতটুকু আগ্রহ রাখিতেন যে, বদর যুদ্ধে যে সকল কাফের বন্দী হইয়া আসিয়াছিল তাহারা ইসলামের কঠোরতম শত্রু হওয়া সত্ত্বেও এবং মোসলমানদের বিরুদ্ধে সমস্ত আরব জাতিকে উত্তেজিত করা সত্ত্বেও এবং তখনকার সভ্যতানুযায়ী তাহাদিগকে নিহত করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ 'জায়েজ' হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ইচ্ছা করিলে নিজেদের অপরাধের জন্য জরিমানা আদায় করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পার, কারণ, খোদাতা'লা মোমেন-দিগকে বলিয়াছেন যে, বন্দীদের জন্য দুই পন্থাই অবলম্বন করা যায়, যথা—اما منا بعد و اما فدا—"হয়তো তোমরা অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, কিম্বা 'ফিদিয়া' লইয়া মুক্ত করিয়া দাও—এই দুই পন্থার যে কোন পন্থা তোমরা অবলম্বন করিতে পার, তৃতীয় কোন পন্থা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত নাই।" এই বলিয়া তিনি বন্দীদিগকে বলিলেন, "তোমরা ইচ্ছা করিলে ফিদিয়া বা জরিমানা দিয়া মুক্ত হইতে পার; কিম্বা আর একটি উপায় আছে; তাহা অবলম্বন করিলে তোমাদের টাকাও তোমাদের হাতেই থাকিয়া যাইবে এবং তোমাদের 'ফিদিয়া' দেওয়ারও আবশ্যক হইবে না। তাহা এই—তোমাদের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে তাহারা প্রত্যেকে দশ জন করিয়া মোসলমানকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবে।"

এই শিক্ষা প্রাইমারীর সমানও ছিল না, বরং মামুলি শিক্ষা ছিল মাত্র। তাই বহু কাফের রসুল করীমের (সাঃ) এই কথা স্বীকার করে এবং তাহারা মদিনায় থাকিয়া বালক-বৃদ্ধদিগকে পড়াইতে থাকে। এই শিক্ষাদান কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই কার্য্য সমাপ্ত করিতে কাফেরগণের ছয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দেড় বৎসর, কি দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই কার্য্যকালে তাহাদের খোরাক-পোষাক মোসলমানগণের জিম্মায় ছিল—অর্থাৎ তাহারা যেন বেতনও পাইত, তাহাদের টাকাও ঘরেই রহিয়া যাইত এবং তাহাদের ফিদিয়াও আদায় হইয়া যাইত।

বস্তুতঃ রসুল করীম (সাঃ) শিক্ষাকে এতটুক আবশ্যক মনে করিতেন যে, মোসলমানদের শিক্ষার জন্য কাফেরদিগকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিলেন। অথচ মোসলমানদের মধ্যে থাকায় ইহা খুব সম্ভবপর ছিল যে, তাহারা মোসলমানদের কোন কোন দুর্ব্বলতা জ্ঞাত হইয়া—তাহাদের যুদ্ধ-সম্ভারের স্বল্পতা ও সংখ্যাল্পতা জানিতে পারিয়া—পরে ইসলাম ও মোসলমানদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। কিন্তু রসুল করীম (আঃ) ইহার কোন পরওয়া করিলেন না। তিনি মোসলমানদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য দেড় বৎসর, বা দুই বৎসর যাবৎ কাফেরদিগকে নিজেদের মধ্যে রাখিলেন।

অতএব রসুল করীম (আঃ) যে জিনিষকে এত আদর করিতেন, আমরা যদি উহাকে কম আদর করি তবে রসুল করীমের (সাঃ) প্রতি আমাদের যথোচিত ভালবাসার অভাব আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সাহাবাগণ (রাঃ) প্রত্যেক বিষয়ে রসুল করীমের (সাঃ) 'এক্‌তেদা' বা পদানুসরণ করিবার জন্য এতটুকু আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, এক বার হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন ওমর (রাঃ) এক স্থানে প্রস্রাব করিতে বসিয়াছিলেন। যেহেতু গন্তব্য স্থান নিকটবর্ত্তীই ছিল তাই দলের একজন তাহাকে বলিয়া উঠিল, "আপনি নিরর্থক কাফেলাকে (দলকে) বাধা দিয়াছেন এবং সময় নষ্ট করিয়াছেন। গন্তব্য স্থান নিকটেই ছিল। তথায় পৌঁছিয়াই প্রস্রাব করিতে পারিতেন"। হজরত আবদুল্লা বিন-ওমর (রাঃ) উত্তর করিলেন, 'খোদার কসম, আমার প্রস্রাবের প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃত কথা এই যে, আমি রসুল করীমকে (আঃ) এস্থানে একবার প্রস্রাব করিতে দেখিয়াছিলাম। তাই আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সুন্নতের অনুসরণ করিয়া আমিও এস্থানে একটু বসি"।

বস্তুতঃ রসুল করীমের (সাঃ) প্রতি তাঁহাদের এতটুকু ভালবাসা ছিল যে, তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়েই, এমন কি, স্বাভাবিক কার্য্যেও তাঁহার অনুসরণ করিতে আনন্দ পাইতেন, শরীয়তের বা কৌমের কার্য্যে অনুসরণ না করা তো অতি কল্পনার বাহিরে।

এক যুগ গিয়াছে যখন মোসলমানগণ হইত শিক্ষিত এবং খৃষ্টান-গণ নিজদিগকে নিরক্ষর বলিয়া গর্ব্ব করিত। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করিলে বর্ত্তমান যুগের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইতে

হয়। সেই সকল ইতিহাসে খৃষ্টানদের পরিচয় দিতে যাইয়া বলা হইয়াছে যে,—তাহারা নিরক্ষর, তাহাদের পোষাক অতি মলীন, তাহাদের শরীর হইতে দুর্গন্ধ আসে, তাহারা কখনো স্নান করে না বা সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করে না, তাহাদের কেশ দীর্ঘ এবং তাহাতে উকুন থাকে এবং তাহাদের নখে ময়লা লাগিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, মোসলমানদের পরিচয় এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে,—তাহারা শিক্ষিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রীতিমত স্নান করে, কেশ ও নখ কাটে, কাপড় পরিষ্কার রাখে, সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করে।

কিন্তু আজ সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। তৎকালে খৃষ্টানদের মধ্যে যে সকল বিষয় ছিল আজ মোসলমানদের মধ্যে তাহা পাওয়া যায়, আর তৎকালে মোসলমানদের মধ্যে যাহা ছিল আজ খৃষ্টানদের মধ্যে তাহা পাওয়া যায়।

আমি এ সম্বন্ধে যে পুস্তক পাঠ করিয়াছি, তাহা রসুল করীমের (আঃ) সাত শত বৎসর পরের লেখা। তৎকালীন লিখক যদি আজ দুনিয়াতে আসিয়া আমাদের দেশে ভ্রমণ করেন তবে তিনি এদেশ দেখা মাত্রই বলিয়া উঠিবেন যে, "এতো খৃষ্টানদের দেশ", এবং যদি খৃষ্টানদের দেশে ভ্রমণ করেন তবে তাহা দেখা মাত্রই বলিয়া উঠিবেন, "এতো মোসলমানদের দেশ"। কারণ তখন খৃষ্টানদের মধ্যে যে সকল দোষ ত্রুটি দৃষ্ট হইত আজ মোসলমানদের মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয়, আর তখন মোসলমানদের মধ্যে যে সকল সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইত আজ তাহা খৃষ্টানদের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

অশিক্ষিতদের শিক্ষাদানের এই কার্য্য-ভার আমি খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির হস্তে ন্যাস্ত করিয়াছিলাম। আমি জ্ঞাত হইলাম যে, কোন কোন বন্ধু 'এখ্‌লাস্‌' বা আন্তরিকতার সহিত এই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এবং অতি আগ্রহ ও ক্ষিপ্রতা সহকারে নিরক্ষর লোকদিগকে পড়াইতেছেন এবং শিক্ষার্থীগণও অতি আগ্রহের সহিত পড়িতেছেন; কিন্তু এরূপ কতগুলি লোকের কথাও জানিতে পারিলাম যাহারা পড়িতে বা পড়াইতে চায় না। এমন কি, কোন কোন মহল্লার প্রেসিডেন্টগণও নাকি খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার সহিত সহযোগিতা করিতেছে না।

খোদ্দামুল্‌-আহ্‌মদীয়ার রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, কোন কোন মহল্লার প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাহারা এ বিষয়ে পরওয়া করে নাই, এবং কেহ কেহ উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। সেই সকল প্রেসিডেন্ট যদি কাজ করিতে অক্ষম হইয়া থাকে তবে দেয়ানতদারীর সহিত অন্যের হাতে তাহাদের কার্য্য সোপর্দ্দ করিয়া স্বয়ং প্রেসিডেন্টের পদ ইস্তফা দেওয়া উচিত। সিল্‌সিলার 'ওহ্‌দা' বা পদ নামের জন্য নয়, খেদমত করিবার জন্য এবং যে যতোধিক খেদমত করিবে সে ততোধিক সম্মানের পাত্র হইবে এবং যে যত কম খেদমত করিবে তাহার সম্মানও লোকের হৃদয় হইতে তত কমিয়া যাইবে। অতএব বিস্মিতও হইলাম এবং দুঃখিতও হইলাম যে, কোন কোন মহল্লার প্রেসিডেন্ট নিজ নিজ দায়িত্ব মোটেই উপলব্ধি করে নাই। খোদ্দামুল-আহমদীয়া যে কার্য্যের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা তাহাদের মহল্লার জন্য হিতকর ছিল। কিন্তু তথাপি তাহারা তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদান না করায় তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত হইল, যে শীত-প্রধান দেশের হইয়াও জৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ছায়া নিকটবর্ত্তী থাকা সত্ত্বেও রৌদ্রতাপে বসিয়া ছিল এবং কোন পথিক তাহাকে ছায়ায় যাইয়া বসিতে উপদেশ দিলে সে বলিয়া উঠিল, "ছায়ায় তো বসিব, কিন্তু আমাকে প্রতিদান দিবে কি ?"

মহল্লার প্রেসিডেন্ট হিসাবে মহল্লার অভাব অসুবিধা দূরীভূত করা তাহাদের কর্ত্তব্য এবং মহল্লার উন্নতির জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে তাহা অবলম্বন করা তাহাদের উচিত। কারণ প্রেসিডেন্ট হওয়ার উদ্দেশ্য খেদমত করা, একটি নাম এবং পদ লাভ করিয়া বসিয়া থাকা নয়।

সুতরাং খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ তাহাদের নিকট খেদমত করিতে আসিলে তাহাদের উচিত ছিল উহাকে তাহাদের নিজেদের কাজ মনে করিয়া তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা মনে করিল যে, খোদ্দামুল-আহমদীয়া তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে আসিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টান্ত ঠিক সেই শীতপ্রধান দেশের লোকটির মত যাহাকে ছায়াতে আসিতে উপদেশ দিলে সে বলিয়াছিল, "আমাকে এই কাজের জন্য কি প্রতিদান দিবে ?" খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার মেম্বরগণও যখন প্রেসিডেন্ট-দিগকে জানাইল যে, তাহারা কেবল খোদাতা'লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের খেদমত করিবে, তাহাদের মহল্লার অশিক্ষিতদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবে, স্বয়ং পড়াইবে এবং শিক্ষকদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং এইরূপে তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া পুনরায় তাহাদেরই হাতে সোপর্দ্দ করিবে তখন কোন কোন প্রেসিডেন্ট তাহাদের কথার কোন জওয়াবই দিল না—অর্থাৎ, তাহারা যেন কার্য্যতঃ বলিয়া দিল যে, এই কার্য্যের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই।

বস্তুতঃ এক পক্ষে 'মোখলেস' বা সরল-প্রাণ লোকগণ নিজেদের 'এখলাস' বা আন্তরিকতার পরিচয় দিলেন, পক্ষান্তরে কতিপয় লোক অবহেলা ও শৈথিল্য প্রকাশ করিল। কতিপয় নিরক্ষর লোককে পড়াইতে গেলে তাহারা বলিয়া উঠিয়াছে, "পড়িয়া আমাদের কি লাভ হইবে, আমরা কি কোন চাকুরী পাইব?" পূর্ব্বে কোন কোন মোসলমান নামাজ সম্বন্ধে যেরূপ উত্তর দিত এই উত্তরটিও তদ্রূপ। বর্ত্তমানে তো হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) 'তুফায়েল' বা আশীর্ব্বাদে মোসলমানদের মধ্যে এক জাগরণ সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারা নামাজ-রোজার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) আবির্ভাবের পূর্ব্বে এরূপ লোকদিগকে নামাজ পড়িতে বলিলে তাহার উত্তর করিত, "নামাজ পড়িয়া আমরা কি লাভ করিব? নামাজ পড়িয়া কি রুটি বা টাকা-পয়সা লাভ হইবে?" অর্থাৎ ঈদৃশ লোক যেন নামাজের প্রতিদান রুটি বা কাপড়ের আকৃতিতেই চাহিত। ঠিক এইরূপ উত্তরই আজ কোন আহমদী দিয়াছে—যথা, "পড়িয়া আমাদের কি লাভ হইবে, আমরা কি চাকুরী পাইব?" অথচ চাকুরীই মানুষের কাম্য নয়, বরং জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উন্নতি তদপেক্ষাও অধিক মূল্যবান জিনিষ। কাহারো যদি মানসিক উন্নতি হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি সতেজ হয় এবং তাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা ও বিচক্ষণতার উন্নতি হয়, তবে ইহা কি কোন কম মূল্যের জিনিষ? টাকা তো অতি নগণ্য জিনিষ, এবং টাকাও সেই অর্জ্জন করে যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। কোন কোন লোক যে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করে এবং অপর লোকগণ ক্ষুধায় মরে, তাহার কারণও ইহাই যে, এক ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ও অপর ব্যক্তির বুদ্ধি বিচক্ষণতার অভাব।

অতএব 'এল্‌ম্' বা জ্ঞান স্বয়ং অতি মূল্যবান ও হিতকর জিনিষ। জ্ঞানী ব্যক্তি সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিলে বড় সেনাপতি হইয়া যাইবে, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিলে বড় চিকিৎসক হইবে, আইন শিক্ষা করিলে উচ্চা দরের ব্যারিষ্টার হইবে। বস্তুতঃ 'এল্‌ম্' তাহাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উন্নতি দান করিবে। অতএব টাকা দ্বারা কোন বস্তুর মূল্য নিরূপণ করা অতি হীন ও নীচ কথা।

'এল্‌ম্' বা জ্ঞান লাভ করার পর কেহ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারুক, বা নাই পারুক, 'এল্‌ম্' স্বয়ং অতি অমূল্য জিনিষ। দুনিয়ায় যত নীচ জাতি আছে, তাহাদিগকে নীচ বলা হয় কেন? এই কারণেই বলা হয় যে, তাহাদের মধ্যে 'এল্‌ম্' নাই। তাহারাও জ্ঞান অর্জ্জন করিলে 'অস্পৃশ্য', 'মেথর', 'চামার' এই সব নাম উঠিয়া যাইবে এবং তাহাদের অতীতের ইতিহাস মুছিয়া যাইবে এবং কেহ জানিবেই না যে, তাহারা 'মেথর' বা 'চামার' ছিল। নীচ জাতি যখন উন্নতি করে তখন তাহারা ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া যায়। জল যেমন দুধের সহিত মিশিয়া যায় তদ্রূপ এই সকল জাতিও অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া তাহাদের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। অন্য জাতির ছেলেদের সহিত তাহাদের মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়া অন্যান্য জাতির লোক তাহাদের নিকট নিজ মেয়েদিগকেও সমর্পণ করে। এইরূপে বিবাহ-সম্বন্ধ দ্বারা মেলা-মেশা হইতে হইতে দুধের সঙ্গে যেমন চিনি মিশিয়া যায় তদ্রূপ এক জাতি অপর জাতিতে মিশিয়া যায় এবং ছোট-বড় প্রভেদ মিটিয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রথম স্তর হইল শিক্ষা। শিক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না, বিচক্ষণতারও উন্নতি হয় না, উঠা-বসার আদব, কথাবার্ত্তার পদ্ধতি, সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার এবং অপেক্ষাকৃত ছোটদের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়মও জানা যায় না। কিন্তু শিক্ষা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই সমুদয় বিষয়েই সচেতন হয়। এই সকল বিষয় বস্তুতঃ সামান্য বোধ হইলেও হৃদয়ের উপর ইহাদের গভীর প্রভাব পতিত হয়। মানুষ যখন শিক্ষা লাভ করে তখন শিক্ষার ফলে সে কথাবার্ত্তা ও উঠা-বসার সেই সমুদয় আদব বা শিষ্টাচার জ্ঞাত হয় যাহা সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

মীরজা জান্‌জানান মোজ্‌হের এক জন 'বুজুর্গ' বা সিদ্ধ পুরুষ হইয়া গিয়াছেন। একদা বাদশাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বাদশাহ্‌র সঙ্গে তাঁহার উজিরও ছিলেন। উজির পিপাসার্ত্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক সুরাহি হইতে জল লইয়া পান করতঃ সুরাহির ঢাকনি সোজা ভাবে না রাখিয়া, অসতর্কতার সহিত একটু টেরা ভাবে রাখিল। মীরজা জান্‌জানান সাহেব এত নাজুক স্বভাবের লোক ছিলেন যে, তিনি তাহা বরদাস্ত করিতে না পারিয়া বাদশাহ্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তাহাকে কোন বেকুফ উজির নিযুক্ত করিয়াছে। সে তো ঢাকনিটিও সোজা ভাবে রাখিতে জানে না।" মোট কথা, তিনি এই ভাবে বাদ্‌শাহ্ এবং উজির উভয়কেই শিক্ষা দিলেন।

বস্তুতঃ উঠা-বসা ও কাজ-কর্ম্ম করিবার পদ্ধতি মেজাজের উপর বড়ই প্রভাব বিস্তার করে। একই কাজ এক জন অতি সুচারুরূপে ও হুশিয়ারীর সহিত সম্পাদন করে, আর এক জন এরূপ বিশ্রী ভাবে করে যে, তদ্দর্শনে ঘৃণ জন্মে।

বস্তুতঃ শিষ্টাচার এবং কার্য্য-পদ্ধতি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই নীতি কেবল বড় বড় বিষয়ের বেলায়ই প্রযোজ্য নহে, ছোট ছোট কাজও যখন বুদ্ধির সহিত সম্পাদিত হয় তখন তাহা অতি সুন্দর দেখায়, কিন্তু অপর ব্যক্তি যখন তাহা সভ্যতা ও শিষ্টাচারের নীতি অনুযায়ী সম্পাদন করে না তখন তাহা অতি বিশ্রী দেখায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'চা' পানের বিষয়ই দেখ। ইংরাজ জাতিও 'চা' পান করে এবং ভারতবাসীও 'চা' পান করে। কিন্তু ইংরাজগণ 'চা' পান করিবার সময় ঠোঁটের আওয়াজ বাহির করে না, কিন্তু ভারতবাসিগণ 'চা' পান করিবার সময় অধিকাংশ স্থলেই ঠোঁটের আওয়াজ বাহির করে। এই প্রভেদের কারণটি অতি সামান্য—ভারতবাসী 'চা' পান করিবার সময় বড় গ্রাস লয়, আর ইংরাজ 'চা' পান করিবার সময় ছোট ছোট গ্রাস লয়, তাই আওয়াজ হয় না। বিষয়টি সামান্য হইলেও কোন ইংরাজের মজলিসে কেহ এরূপ ভাবে 'চা' পান করিলে সকলেই বিস্মিত হইয়া বলিবে, "এই পশুটি কোথা হইতে আসিয়াছে"।

রসুল করীমও (সাঃ) এই প্রকার কতিপয় 'আদব' বা শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছেন। যথা, তিনি বলিয়াছেন, "খাওয়ার সময় ধীরে স্থিরে এবং গাম্ভীর্য্যের সহিত খাইও; ডান হাতে খাইও, বাম হাতে খাইও না; এদিক সেদিক হইতে খাইও না, নিজ সম্মুখ হইতে খাইতে আরম্ভ করিও; এরূপ ভাবে খাইও না যেন তাহা খাওয়ার জন্য তোমার খুব লোভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।" এখন বক্তব্য বিষয় এই যে, ডান হাত বা বাম হাতে খাওয়ায় বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই, বা খাদ্য-গ্রাস নিজ সম্মুখ হইতে না লইয়া এদিক সেদিক হইতে লইলে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। এই সকল শিষ্টারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে কাহারো কলেরা হইবার আশঙ্কা নাই, বা খাদ্যও বিষাক্ত হইয়া যাইবে না। কেবল ভদ্রতার নিদর্শন স্বরূপই রসুল করীম (সাঃ) এই সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অবশ্য ইহার 'ফায়দা' বা উপকারিতাও আছে; কিন্তু তাহা এত সূক্ষ্ম যে, সকলে তাহা উপলব্ধি কয়িতে পারে না। তবে এই সকল নিয়ম পালন করিলে রসুল করীমের (সাঃ) অনুসরণ করা হয় এবং না করিলে তাঁহার 'না-ফরমান' বা অবাধ্য হইতে হয়। তদ্রূপ গ্রাস দুই অঙ্গুলিতে লওয়া উচিত, না তিন বা চারি অঙ্গুলিতে লওয়া, উচিত, এসম্বন্ধেও রসুল করীমের (সাঃ) আচরিত প্রথা দৃষ্টে বড়ই পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক দেশেই গ্রাস লইবার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি রহিয়াছে। কেহ বরাবর সম্মুখ দিয়া গ্রাস লয়, কেহ মুখের এক পাশ দিয়া গ্রাস লয়। যাহারা সম্মুখ দিয়া গ্রাস লয় তাহারা কাহাকেও এক পাশ দিয়া গ্রাস লইতে দেখিলে বলে, "এ কেমন অসভ্য, মুখে গ্রাস লইতেও জানে না"। আবার যাহারা মুখের এক পাশ দিয়া গ্রাস লইতে অভ্যস্ত তাহারা কাহাকেও সম্মুখ দিয়া গ্রাস লইতে দেখিলে তাহাকে অসভ্য মনে করে।

বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে রীতি বা প্রথার বড়ই প্রভাব; কিন্তু যেস্থলে শরীয়ত বা ধর্ম্ম-বিধানের রুচির প্রশ্ন আসে তথায় ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করা একান্তই বেকুফী। কারণ শরীয়তের সকল অবস্থাতেই 'হেক্‌মত' বা বিজ্ঞান রহিয়াছে—সেই 'হেক্‌মত' কেহ বুঝুক, আর নাই বুঝুক।

বস্তুতঃ শিক্ষার ফলেই প্রকৃত সভ্যতার সৃষ্টি হয়। তবে আল্লাহ্‌তা'লা গয়েব হইতে যাঁহাকে জ্ঞান দান করেন তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। গয়েব হইতে যিনি জ্ঞান লাভ করেন তাঁহার কোন পার্থিব শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না—যথা, রসুল করীম (সাঃ) কোন মানুষ হইতে জ্ঞান লাভ করেন নাই। কিন্তু ইহার এই অর্থ নয় যে, সকল লোকই বলিবে "রসুল করীম (সাঃ) যখন লেখাপড়া জানিতেন না তখন আমরা কেন লেখাপড়া শিখিব"। কেহ যদি একথা বলে তবে তাহার উত্তর এই যে, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মত সেও দাবী করুক যে, খোদা তাহার সহিত এই ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং তাহাকে পড়াইবেন। যদি এরূপ ওয়াদা পেশ করিতে পারে তবে আমরা তাহাকে খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার নিকট লেখাপড়া শিখিতে বলিব না, কারণ স্বয়ং খোদাই তাহার শিক্ষক হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং খোদা অপেক্ষা বড় শিক্ষক কে হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের সহিত খোদাতা'লার এরূপ কোন ওয়াদা না থাকা সত্ত্বেও যখন তাহারা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) অনুকরণ করিতে চায় যাঁহাকে খোদাতালা সমস্ত জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন, তখন তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই কাক সদৃশ যাহা হাস সাজিতে গিয়া নিজের প্রকৃতিই ভুলিয়া ফেলিয়াছিল।

সুতরাং স্মরণ রাখেতে হইবে যে, এরূপ ব্যাপারে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর অনুকরণ করিতে যাওয়া অজ্ঞতা ও বেকুফী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রসুল করীম (সাঃ) লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু রসুল করীমের (সাঃ) লেখাপড়া না জানার এই অর্থ নয় যে, তিনি কোন জ্ঞানই লাভ করেন নাই, বরং এই অর্থ যে, তিনি কোন মানুষ হইতে জ্ঞান অর্জ্জন করেন নাই। তা'ছাড়া কোন্ জ্ঞান আছে যাহা রসুল করীম (সাঃ) জানিতেন না, কিম্বা নীতি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এরূপ কোন্ নূতন বিষয় আছে যাহা রসুল করীমের (সাঃ) আনিত শিক্ষায় বিদ্যমান নাই?

আমরা বিংশ শতাব্দীতে জন্ম লাভ করিয়াছি। ইহা বিদ্যার উন্নতির যুগ। এযুগে কত জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তক প্রণীত হইয়াছে, কত বিদ্বান অনবরত জ্ঞান-চর্চ্চায় নিরত আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এরূপ কোন পুস্তক বা এরূপ কোন বিদ্বান দৃষ্টিগোচর হয় নাই যে, এরূপ কোন বিষয় শিক্ষা দিতে পারে যাহা কোরান করীমের শিক্ষা হইতে উত্তম বা অন্ততঃ সমতুল্য বা কোরান করীমের কোন ভুল ভ্রান্তি বাহির করিয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌কে (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লা এমন জ্ঞান দান করিয়াছিলেন যাহার সম্মুখে দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান নগণ্য।

হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দী জ্ঞানের উন্নতির দিক দিয়া এক বিশেষ যুগ। এযুগে বড় বড় জ্ঞানী লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, মহা মহা আবিষ্কারক হইয়াছে, মহা মহা কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা হইয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞান মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (আঃ) পায়ের ধূলার সমানও নয়। অতএব এই বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিতে যাওয়া অজ্ঞতা ও বেকুফী বৈ আর কিছুই নহে। ইহা তাঁহার সহিত খোদাতা'লার এক বিশিষ্ট ব্যবহার ছিল। এই বৈশিষ্টে অন্য কেহই তাঁহার শরীক হইতে পারে না। তদ্রূপ অন্য কাহারো সঙ্গে যদি খোদাতা'লা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেন তবে সেই বৈশিষ্টে অপর কেহ তাহার শরীক হইতে পারে না।

কথিত আছে, এক বুজুর্গ ছিলেন। তিনি 'তাওয়াক্কেল' (খোদাতে নির্ভর) করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতেন, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন কাজ করিতেন না। যাহাই খোদাতা'লা তাঁহার জন্য পাঠাইয়া দিতেন তাহাই খাইতেন। লোক যদি তাঁহাকে বলিত, "আপনি সারা দিন ঘরে বসিয়া থাকেন, ইহা ঠিক নয়, আপনার নিজ জীবিকা অর্জ্জন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত।" তখন তিনি উত্তর দিতেন, "আমি খোদাতা'লার মেহমান। মেহমান কখনো নিজে রুটি প্রস্তুত করে না। আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে রুটি পাঠাইয়া দেন এবং আমি খাইয়া নেই।" কোন কোন লোক তাঁহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিত যে, তিনি আলস্য করিয়া কাজ করেন না। অবশেষে, তাহারা তাহাদের এক বন্ধুকে (সেই বন্ধুও এক জন 'অলিউল্লাহ' বা সাধু পুরুষ ছিলেন) বলিলেন, "আপনি যাইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন, তিনি যেন নিজ জীবনটা নষ্ট না করেন, এবং কিছু উপার্জ্জন করিয়া খান। সারা দিন তাওয়াক্কল করিয়া বসিয়া থাকা এবং কোন চেষ্টা না করা ঠিক নয়।" ফলতঃ সেই সাধু পুরুষ সেই বুজুর্গকে লোক মারফত বলিলেন "আপনি আপনার জীবনটা কেন নষ্ট করিতেছেন? কোন কাজ করিয়া দৈনিক অল্পবিস্তর কিছু উপার্জ্জন করা উচিত এবং তদ্দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করা উচিত।" তিনি উত্তর পাঠাইলেন, "আমি খোদাতা'লার মেহমান। আমার পক্ষে কোন কাজ করা সম্পূর্ণ না-জায়েজ বা অবৈধ। :কোন সাধারণ ভদ্রলোকের ঘরে কোন মেহমান নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিতে গেলে ভদ্রলোক তাহা বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইত্যাবস্থায় আমিও যদি, আমার নিজ খাদ্য প্রস্তুত করিতে যাই তবে আমার এই কাজ খোদাতা'লা পছন্দ করিবেন না? নিশ্চয়ই তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি বরদাস্ত করিবার সাহস আমার নাই।" অপর বুজুর্গও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি অবশ্য মেহমান হইবেন, কিন্তু রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মেহমানী তিন দিনের জন্য হয়। তিন দিন পর কেহ মেহমান থাকে না। তিন দিন পরও যদি কেহ মেহমান সাজিয়া থাকে তবে সে প্রকৃত পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে।" অতএব আপনি যদি মেহমান হইয়াও থাকেন, আপনার মেহ্‌মানী কবে শেষ হইয়া গিয়াছে! এখন তো আপনি ভিক্ষুক বটেন।" কিন্তু সেই বুজুর্গ যেহেতু খোদাতা'লার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন যে, খোদা স্বয়ং তাঁহার 'মুতাকাফ্‌ফেল' বা সংরক্ষক ও নির্ভর হইবেন এবং তাঁহার নিজের কোন চিন্তা করিতে হইবে না, তাই তিনি সংবাদ-বাহককে বলিয়া দিলেন "আমার ভাইকে যাইয়াও বলিও যে, রসুল করীমের (আঃ) আদেশ আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু আমি যাঁহার 'মেহমান' তাঁহার এক দিন আমাদের সহস্র বৎসরের সমান। অতএব আমাকে যেন প্রথম তিন সহস্র বৎসর

মেহমান থাকিতে দেন তৎপর আমার মেহ্‌মানীর নির্দ্ধারিত কাল অতিবাহিত হইলে যেন তিনি আপত্তি করেন।"

যে ব্যক্তির সহিত আল্লাহতা'লার এই ওয়াদা ছিল, তিনি তো এই দাবীই করিলেন, কিন্তু ইহা শুনিয়া তোমরাও কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া একথা বলিতে পার না যে, এই বুজুর্গকে যখন আল্লাহ্‌তা'লা কাজ-কর্ম্ম ছাড়াই জীবিকা পৌঁছাইয়া দিতেন, তখন তোমাদিগকে কেন দিবেন না। তদ্রূপ রসুল করীমও (সাঃ) অবশ্য পড়েন নাই এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পড়েন নাই (কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি জীবনের শেষ ভাগে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার 'তাহ্‌কিক' বা গবেষণা-মুলক অভিমত এই যে, তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পড়েন নাই) কিন্তু তাঁহার না পড়ার কারণ এই যে, খোদাতা'লা স্বয়ং তাঁহাকে যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অন্য কোন শিক্ষকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার তাঁহার আবশ্যক ছিল না। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির সহিত খোদা-তা'লার এই ওয়াদা নাই। অতএব এবিষয়ে অপরের পক্ষে রসুল করীমের (সাঃ) অনুকরণ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক কথা। অবশ্য আমাদের প্রতি আদেশ এই যে, আমরা রসুল করীমের (সাঃ) পূর্ণ আনুগত্য করিব, কিন্তু কেবল এরূপ বিষয়ে যাহা "শরীয়ত" ও "তামাদ্দুন" অথাৎ ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত। কিন্তু এ বিষয়টি রসুল করীমের (সাঃ) ব্যক্তিত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিতে যাওয়া নেহায়ত গোস্তাখী ও বে-আদবী। রসুল করীম (আঃ) নামাজ পড়িতেন, রোজা রাখিতেন, জাকাৎ দিতেন, হজ্জ করিতেন, এবং আমাদের জন্যও নামাজ পড়া, রোজা রাখা, জাকাৎ দেওয়া ও সঙ্গতি থাকিলে হজ্জ করা 'ফরজ' বা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের জন্য নয়টি বিবাহ করা 'জায়েজ' নহে। কারণ ইহা রসুল করীমের (আঃ) জন্য বিশিষ্ট ছিল। যে ব্যক্তি এই বৈশিষ্টেও তাঁহার অনুকরণ করে সে প্রথম স্তরের বে-আদব, খোদাতা'লার অভিশাপের যোগ্য পাত্র। আল্লাহ্‌তা'লা পৃথক পৃথক আদেশ দিয়াছেন। অনুকরণীয় বিষয়গুলি অননু-করনীয় বিষয় সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কাহারো নিকট লেখাপড়া শিক্ষা না করা রসুল করীমের (আঃ) এক বৈশিষ্ট ছিল এবং এ বিষয়ে অন্য কেহ তাঁহার অনুকরণ করিতে পারে না।

অতএব আমি বন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছি যে, যাহারা লেখাপড়া জানেন না, তাহারা লেখাপড়া শিখিতে যত্নবান হউন এবং যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা জ্ঞান দিয়াছেন তাঁহারা অন্যকে লেখাপড়া শিক্ষা দিন। বর্ত্তমানে বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য খোদাতা'লা আমাদের জমাতকে এক অতি উত্তম সুযোগ দিয়াছেন। কেহ যদি শৈথিল্য বশতঃ এই সুযোগ হারায় তবে তাহার দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। অন্যান্য জাতির এই সুযোগ কোথায় যে, তাহাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেদের সময়ের কোরবানী করিয়া অপরকে পড়াইবে? বিদ্যা শিক্ষা করা এবং বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া বড়ই কল্যাণকর বিষয়। আমাদের জমাত যদি এই সুযোগ হারায় তবে ইহা এইরূপই হইবে, যেন, কোন বাদ্‌শাহ কোন ব্যক্তিকে 'খেলাত' (পুরস্কার সূচক পোষাক) দিলেন এবং সেই ব্যক্তি তাহা ছিড়িয়া ফেলিয়া দিল। যে ব্যক্তি খেলাতের কদর করে না তাহাকে ভবিষ্যতে আর 'খেলাত' দেওয়াও হয় না। তদ্রূপ আল্লাহ্‌তা'লা যখন 'সোয়াবঃ' বা পুণ্য অর্জ্জনের সুযোগ দেন তখন যে ব্যক্তি সেই সুযোগের 'কদর' করে না সে সেই সোয়াব হইতে বঞ্চিত থাকে।

আজ হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) তোফায়েলে এখন আমাদের জমাতের জন্য মহা 'বরকত' ও রহমতের' দিন। অন্যান্য জমাতের এই কোরবানী ও সোয়াবের সুযোগ লাভ হয় না। কেবল আমাদের জমাতেই অনবরতঃ অর্থের কোরবানী, প্রাণের কোরবানী ও দেশের কোরবানীর সুযোগ লাভ হয়। এই ধন সম্বন্ধেই হজরত রসুল করীম (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, মসিহ মাউদ ধন বিতরণ করিবেন, কিন্তু মানুষ তাহা গ্রহণ করিবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে 'মানুষ' দ্বারা মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) জমাত বুঝায় না, বরং সাধারণ মানুষকে বুঝায় এবং ইহার মর্ম্ম এই যে, সেই ধন পার্থিব হইবে না, বরং আধ্যাত্মিক হইবে এবং উহা ধন ও প্রাণের কোরবানী হইবে। কিন্তু সাধারণ লোক এই ধন গ্রহণ করিবে না। এস্থলে লোকের অর্থ হজরত মসিহ্‌ মাউদের শিষ্য নহে, বরং অন্য লোক যাহারা এই ধন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে। কিন্তু যাঁহারা হজরত মসিহ মাউদের জামাতের অন্তর্ভক্ত হওয়ায় তাঁহারই অঙ্গীভূত হইবেন তাঁহারা এই ধন গ্রহণ করিবেন এবং সর্ব্ব-প্রকার কোরবানীতে যোগদান করতঃ আধ্যাত্মিক ধনে ধনী হইবেন।

বস্তুতঃ এখন আল্লাহ্‌তা'লার 'ফজল' ও তাঁহার 'রহমত' অবতীর্ণ হইবার সময়। এই সময়ের কদর কর এবং ইহাকে বৃথা যাইতে দিয়া আল্লাহ্‌তা'লার দেওয়া 'খেলাত' এর অসম্মান করিও না। আজ যদি তোমরা এই সোয়াব লাভের সুযোগ হইতে 'ফায়দা' গ্রহণ না কর, তবে স্মরণ রাখিও, এই সময় চলিয়া গেলে

সোয়াবের এই সুযোগও আর সৃষ্টি হইবে না এবং লোক হইতে কোরবাণীরও আর আবশ্যক হইবে না। তখন সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সরবরাহ হইবে। শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেক নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবার এন্তেজাম স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট করিবে। তখন যদি কাহাকেও বলা হয় যে, "চল আমি তোমাকে প্রাইমারী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেই।" তবে সে বলিবে, "তুমি 'বেকুফ' হইয়াছ, সরকার হইতে এম-এ পড়ার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে, এখন তোমার অনুগত হইবার কি আবশ্যক?" কিন্তু এখন কেমন 'মোবারক' সময়! কেহ যদি কেবল দস্তখত করিতে জানে তবে অপরকে দস্তখত করা শিক্ষা দিয়াই পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারে। কেহ দুই অক্ষর উর্দ্দু জানিলে অপরকে কেবল দুই অক্ষর উর্দ্দু শিক্ষা দিয়াই শিক্ষক হইতে পারে। শিক্ষকের পদ কোন সামান্য পদ নয়; ইহা এক অতি বড় পদ; কিন্তু আজ দুই অক্ষর পড়াইয়াই এই পদ লাভ করা যায় এবং প্রত্যেকের মুখেই শিক্ষক বা উস্তাদ নামে অভিহিত হইতে পারে। সুতরাং এই মূল্যবান সুযোগ হাত-ছাড়া করা বড়ই অজ্ঞতার কথা হইবে।

ইসলামে খোদা

[হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) প্রণীত বারাহীনে-আহমদীয়া গ্রন্থ ইহতে]

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব

(১) الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السموت وما في الارض - (২) قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد - (৩) لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا - (৪) اما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض - (৫) قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا - (৬) قل ادعوا شركاكم ثم كيدون فلا تنظرون - (৭) ان ولي ے الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون - (৮) تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وان من شئ الا يسبح بحمده ولكن تفقهون تسبيحهم - (৯) قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون - (১০) انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السموات وما في الارض وكفى بالله وكيلا (১১) ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون - (১২) الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزى - (১৩) يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرة رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون - (১৪) هو الذي في السماء اله وفي الارض اله - (১৫) هو الاول

---

(১) পারা ৩, সুরাহ বকরাহ, রুকু ৩৪, আয়েত ২৫৬ (২) পারা ৩০, সুরাহ এখলাস (৩) পারা ১৫, সুরাহ আম্বিয়া, রুকু ২, আয়েত ২২ (৪) পারা ১৮, সুরাহ মোমেনুন, রুকু ৫, আয়েত ৯২ (৫) পারা ১৫, বনি-ইসরাইল, রুকু ৬, আয়েত ৫৬ (৬) পারা ৯, সুরাহ আরাফ, রুকু ২৪, আয়েত ১৯৫ (৭) পারা ৯, সুরাহ আরাফ, রুকু ২৪, আয়েত ১৯৬-৭) (৮) পারা ১৫, সুরাহ বনি-ইসরাইল, রুকু ২৫, আয়েত ৪৫ (৯) পারা ১১, সুরাহ ইয়ুনুস, রুকু ৭, আয়েত ৬৯ (১০) পারা ৬, সুরাহ নেসা, রুকু ২৩, আয়েত ১৭২ (১১) পারা ১৪, সুরাহ নহল, রুকু ৭, আয়েত ৫৮ (১২) পারা ১৭. সুরাহ নজম, রুকু ২, আয়েত ২২ .(১৩) পারা ১, সুরাহ বকরাহ রুকু ৩ (১৪) পারা ২৫, সুরাহ জুখরুফ, রুকু ৭, আয়েত ৮৫

والاخر والظاهر والباطن - (١٦) لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار - (١٧) ليس كمثله شئ وهو السميع البصير - (١٨) خلق كل شئ فقدره تقديرا - (١٩) له الحمد في الاولى والاخرة والحكم واليه ترجعون - (٢٠) ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء (٢١) فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا - (٢٢) لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم - (٢٣) ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شئ هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون - (٢٤) وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا - (٢٥) وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما - (٢٦) ان يمسسك بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شي قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير - (٢٧) له دعوة الحق والذين يدعون من دونه يستجيبون لهم بشئ الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما ببالغه وما دعاء الكفرين الا في ضلال - (٢٨) من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء - (٢٩) وهم من خشيته مشفقون - (٣٠) ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون - (٣١) انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا - (٣٢) فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور - (٣٣) الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها - (٣٤) ولا تسجدوا للشمس وللقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون - (٣٥) لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون - (٣٦) ان كل من في السموات والارض الا اتي الرحمن عبدا - (٣٧) ومن يقل منهم اني اله من دونه فذالك نجزيه جهنم كذالك نجزي الظلمين - (٣٨) فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلثة - انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد - (٣٩) يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ط ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ط وان يسلبهم الذباب شيأ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا (٤٠) الله حق قدره ان الله لقوى عزيز - ان القوة لله جميعا - (٤١) وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون - (٤٢) وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذالك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله انى يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

---

(১৫) পারা ২৭, সুরাহ হাদিদ, রুকু ১, আয়েত ৪ (১৬) পারা ৭, সুরাহ আন্‌য়াম, রুকু ১২, আয়েত ১০৪ (১৭) পারা ২৫, সুরাহ শুরা রুকু ২, আয়েত ১৪ (১৮) পারা ১৮, সুরাহ ফুরকান, আয়েত ১৮ (১৯) পারা ২০, সুরাহ কাসাস, রুকু ৭, আয়েত ৭১ (২০) পারা ৫, সুরাহ নেসা, রুকু ১৮, আয়েত ১১৭ (২১) পারা ১৬, সুরাহ কাহাফ, রুকু ৯, আয়েত ১১০ (২২) পারা ২১, সুরাহ্ লুকমান, রুকু ২, আয়েত ১৪ (২৩) পারা ২০, সুরাহ কাসাস, রুকু ৯, আয়েত ৮৮ (২৪) পারা ১৫, সুরাহ বনি-ইসরাইল, রুকু ৩, আয়েত ২৪ (২৫) পারা ২০, সুরাহ আনকাবুত, আয়েত ৮ (২৬) পারা ৭, সুরাহ আন্‌-আম, রুকু ২, আয়েত ১৯ (২৭) পারা ১৩, সুরাহ রা-আদ, রুকু ২, আয়েত ১৪ (২৮) পারা ৩, সুরা বাকারাহ, রুকু ৩৪, আয়েত ২৫৬ (২৯) পারা ২৭, সুরাহ আম্বিয়া, রুকু ২, আয়ের ২৯ (৩০) পারা ৯, সুরাহ আরাফ, রুকু ২২, আয়েত ১৮১ (৩১) পারা ২০, সুরাহ আনকাবুত, রুকু ২, আয়েত ১৭ (৩২) পারা ১৭, সুরাহ হজ, রুকু ৪, আয়েত ৩৭ (৩৩) পারা ৯, সুরাহ আরাফ, রুকু ২৪, আয়েত১৯৬ (৩৪) পারা ২৪, সুরাহ সেজদা, রুকু ৫, আয়েত ৩৮ (৩৫) পারা ২২, সুরাহ ইয়ুনুস, রুকু ৩, আয়েত ৪১ (৩৬) পারা ১৬, সুরাহ মরিয়ম, রুকু ৬, আয়েত ৯৩ (৩৭) পারা ১৭, সুরাহ আম্বিয়া, রুকু ২, আয়েত ৩০ (৩৮) পারা ১৬, সুরাহ নেসা, রুকু ২৩, আয়েত ১৭২ (৩৯) পারা ১৭, সুরাহ হক, রুকু ১০, আয়েত ৭৩ (৪০) পারা ২, সুরাহ বাকরাহ, রুকু ২৪, আয়েত ১৬৬; (৪১) পারা ৭, সুরাহ আনাম, রুকু ১২, আয়েত

وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون - (৪৩) ما كان لله ان يتخذ ولدا سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون - (৪৪) ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شئ شهيد ط الم تر ان الله يسجد له من فى السمرات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ط وكثير حق عليه العذاب *

১০১; (৪২) পারা ১০, সুরাহ্ তাওবা, রুকু ৫, আয়েত ৩০—৩১ (৪৩) পারা ১৬, সুরাহ্ মরিয়ম, রুকু ২, আয়েত ৩৫; (৪৪) পারা ১৭, সুরাহ্ হজ্জ, রুকু ৩, আয়েত ১৭—১৮।

নোট:—হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) শুধু পাড়ার নম্বর উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক আয়েতের পর ক্রমিক নম্বর প্রদান করিয়া এই টীকায় ঐ সকল আয়েতের পারার নম্বর, সুরার নাম, রুকু ও আয়েতের সংখ্যা প্রদান করিলাম। অধিকন্তু, আমরা পাঠকগণের আরো সুবিধার্থে অনুবাদে যে যে অনুচ্ছেদে যে যে আয়েতের অর্থ শেষ হইয়াছে, সেখানে সেই সকল আয়েতের নম্বর ব্র্যাকেট মধ্যে প্রদান করিলাম। অনুবাদের উচ্ছেদগুলিও আমাদের প্রবর্ত্তিত।

—অনুবাদক

অনুবাদ :—

আল্লাহ্ সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাধার ও উপাস্য। তাঁহার অস্তিত্ব স্বতঃ-সিদ্ধ। কারণ, তিনি স্বয়ম্ভূ ও স্বতঃস্থিত। তিনি ভিন্ন কিছুই স্বয়ম্ভূ ও স্বতঃ-স্থিত—"হাই-বিয্-যাত", "কায়েম-বিয্যাত" নহে; অর্থাৎ তিনি ভিন্ন কোন বস্তুতেই এই গুণ পাওয়া যায় না যে, কোন **আবিষ্কারক-কারণ** ব্যতিরেকে নিজেই উদ্ভূত ও স্থিত থাকিতে পারে, কিম্বা পূর্ণ জ্ঞান এবং দৃঢ়তম সুশৃঙ্খলার সহিত রচিত এই বিশ্বের কারণ-কর্ত্তা হইতে পারে। ইহা সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণধর বিশ্ব-রচয়িতার অস্তিত্ব স-প্রমাণ করে।

বিস্তৃতভাবে এই সূক্ষ্ম প্রমাণটি এই। একথা স্বতঃ-সিদ্ধ যে, বিশ্বে যে সকল বস্তু দৃষ্ট হয় তাহাদের প্রত্যেকটির **অস্তিত্ব ও স্থিতি**, উহার সত্তার প্রতি লক্ষ্য করিলে, অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে, পৃথিবী গোলাকার। উহার ব্যাস, কাহারো কাহারো মতে প্রায় চারি সহস্র ক্রোশ। কিন্তু উহার এই আকার ও পরিমাণ অত্যাবশ্যক কেন, কেন তদপেক্ষা অল্প বা অধিক হওয়া, অথবা উহার যে আকার আছে তাহা ছাড়িয়া অন্য আকার ধারণ করা উহার পক্ষে সঙ্গত নয়, একথার কোনই দলীল দেওয়া যায় না এবং **যেহেতু ইহার কোনই দলীল নাই তাই এই আকার ও পরিমাণ—যাহার সমাবেশের নাম অস্তিত্ব—পৃথিবীর জন্য অত্যাবশ্যক হইল না। এতদানুসারে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব ও স্থিতি অত্যাবশ্যক নয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।**

শুধু ইহাই নহে যে, 'অস্তিত্ব-সম্ভব' প্রত্যেক বস্তু তৎ-সত্তার প্রতি লক্ষ্য করতঃ অত্যাবশ্যক প্রতিপন্ন হয় না—বরং কোন কোন অবস্থা এমন পরিদৃষ্ট হয় যে, অধিকাংশ বস্তুর বিলোপ হইবার কারণ সৃষ্টি হওয়া স্বত্বেও সেই সকল বস্তু লোপ পায় না। দৃষ্টান্ত স্থলে, ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সংঘটন সত্বেও আদিকাল হইতে প্রত্যেক বস্তুর বীজ সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে—অথচ যুক্তি হিসাবে ইহাই উচিত, বরং সুনিশ্চিত ছিল যে, সহস্র সহস্র বিপদাপদ ও দৈব-দুর্ঘনায়—যাহা আদি-কাল হইতে পৃথিবীতে সংঘটিত হইতেছে—কখন কোন সময় এমনও হইত যে, ভীষণ দুর্ভিক্ষকালে মানব-খাদ্য শস্যসমূহ একেবারে লোপ পাইত, কিম্বা কোন প্রচণ্ড মহামারীতে মানব-জাতি নির্ম্মূল ও নিশ্চিন্ন হইত, কিম্বা প্রাণী সমূহের মধ্যে অন্য কোন জাতি লোপ পাইত, কিম্বা কখনো আকস্মিক ভাবে চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যের কল বিকৃত হইত, কিম্বা বিশ্বের শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অগণিত বস্তু সমূহের মধ্যে কোন একটি বস্তুর অস্তিত্বে দোষ ঘটিত। কারণ, কোটি কোটি বস্তু বিকৃতি ও বিপ্লব হইতে নিরাপদ থাকা এবং কদাচ তাহা বিপদাপন্ন না হওয়া কল্পনাতীত।

সুতরাং যে সকল বস্তুর অস্তিত্বও সুনিশ্চিত নয়, স্থিতিও সুনিশ্চিত নয়, বরং যাহাদের কোন না কোন সময় বিকৃতি ঘটা তাহাদের স্থিতি অপেক্ষা অধিকতর সম্ভবপর—তাহাদের

কথনো বিপর্য্যয় না ঘটা এবং সুদৃঢ়তম সুশৃঙ্খলা ও উৎকৃষ্টতম বিন্যাস সহকারে উহাদের অস্তিত্ব ও স্থিতি বিদ্যমান থাকা এবং বিশ্বের কোটি কোটি **প্রয়োজন মধ্যে** কথনো কোন বস্তু বিলোপ না হওয়া স্পষ্টভাবে একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, উহাদের সকলের জন্য একজন "মুহ্‌য়ী', "মোহাফেজ" ও "কাইয়ুম" —জীবনদাতা, সংরক্ষক ও সর্ব্ব-ধারণকারী—অস্তিত্ব আছেন। তিনি সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণধর—অর্থাৎ তদ্‌বির-কারক, জ্ঞানী যাচ্ঞা ব্যতীত দাতা, সৎকার্য্যের বারম্বার উত্তম কর্ম্ম-ফল-দাতা, অনাদি, অনন্ত এবং সর্ব্ব-দোষ-ত্রুটী-মুক্ত। তাঁহার কথনো মৃত্যু ঘটিতে পারে না। তিনি কথনো লয় প্রাপ্ত হন না। তন্দ্রা, নিদ্রা—যাহা বস্তুতঃ মৃত্যুরই অনুরূপ—তাহা হইতেও তিনি পবিত্র। সুতরাং, তিনিই সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাধার অস্তিত্ব। তিনি এই সম্ভবময় বিশ্বকে পূর্ণ জ্ঞান ও শৃঙ্খলাপূর্ণ অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং অনস্তিত্বের উপর অস্তিত্বকে অগ্রগণ্য করিয়াছেন এবং তিনিই স্বীয় পূর্ণতা, সৃষ্টি, প্রতিপালন ও স্থিতি-সংরক্ষকবাচক গুণের দরুণ উপাস্য। এ পর্য্যন্ত—

الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض—

এই আয়েতটির অনুবাদ লিখিত হইল।

এখন সুবিচারের সহিত দেখিতে হইবে যে, কিরূপ ভাষা-নৈপুণ্য ('বালাগাত'), মাধুর্য্য ও বিজ্ঞতা সহকারে এই আয়েতে বিশ্ব-রচয়িতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং কত অল্প কথায় বহু অর্থপূর্ণ, বিজ্ঞ ও সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ বিবৃত হইয়াছে। দ্যোলোক-ভূলোক মধ্যস্থিত সর্ব্ব-বস্তুর জন্য সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণ-সম্পন্ন এক স্রষ্টার অস্তিত্ব এরূপ দৃঢ় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সেই পূর্ণ ও ব্যাপক বর্ণনার সমকক্ষ কোন বর্ণনা কোন পণ্ডিত এপর্য্যন্ত করেন নাই, বরং স্বল্প-বুদ্ধি দার্শনিক পণ্ডিতগণ আত্মা ও দেহকে আকস্মিকও মনে করেন নাই। তাঁহারা এই নিগূঢ় রহস্যেরও সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই যে, প্রকৃত জীবন, প্রকৃত অস্তিত্ব ও প্রকৃত স্থিতি শুধু খোদারই গুণ-সম্মত। এই নিগূঢ় তত্ত্বের জ্ঞান উপরুক্ত আয়েত হইতে লাভ করা যাইতে পারে। ইহাতে খোদা বলিয়াছেন যে, প্রকৃত জীবন ও স্থিতি শুধু আল্লাহ্‌রই আছে। তিনি সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাধার। তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই প্রকৃত অস্তিত্ব ও প্রকৃত স্থিতি নাই। এই কথাই বিশ্ব-রচয়িতার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ স্বরূপ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলা হইয়াছে—له ما في السموات وما في الارض— অর্থাৎ, যেহেতু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের না আছে প্রকৃত জীবন, না আছে প্রকৃত স্থিতি, তৎ-কারণ নিশ্চিতভাবে উহার এক কারণ-কর্ত্তার প্রয়োজন, যাঁহার দ্বারা ইহা জীবন ও স্থিতি লাভ করিয়াছে। এই কারণ-কর্ত্তা সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাকর, ইচ্ছাবান তদ্‌বির-কারক (মুদাব্বের-বিল্‌-এরাদা), বিজ্ঞ ('হাকিম') ও অদৃশ্যজ্ঞ (আলেমুল্‌-গয়েব) হওয়া আবশ্যক। তিনিই আল্লাহ্‌।

কারণ কোরান শরীফের পরিভাষা অনুসারে আল্লাহ সেই সত্তার নাম, যিনি পূর্ণ-শ্রেষ্ঠ-গুণাকর। এই নিমিত্ত কোরান শরীফে "আল্লাহ্‌" নাম সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাবলীর সমাবেশ বলিয়া বিশিষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি বিশ্ব-স্রষ্টা ও বিশ্ব-প্রতিপালক, (রাব্বুল্‌-আলামীন), যাচ্ঞা-বিহীন দাতা, সৎকার্য্যের বারম্বার সুফল-দাতা ও অত্যন্ত কৃপানিধান, (রাহ্‌মান, রাহীম), ইচ্ছাবান তদ্‌বির-কারক ও কর্ম্মকর্ত্তা, (মোদাব্বির-বিল-এরাদা), বিজ্ঞ (হাকিম), অদৃশ্যজ্ঞ, (আলেমুল্‌-গায়েব), সর্ব্বশক্তিমান (কাদের-মুতলক), অনাদি অনন্ত (আজলী-আবদী) প্রভৃতি।

সুতরাং ইহা কোরান শরীফের একটি 'এছ্‌তেলাহ্‌' বা পরিভাষায় পরিণত হইয়াছে যে, "আল্লাহ্‌" সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাবলী বিশিষ্ট এক সত্তার নাম। এই অনুসারে এই আয়েতের শিরোভাগেও 'আল্লাহ্‌' নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—

الله لا اله الا هو الحي القيوم

—অর্থাৎ, এই স্থিতিহীন বিশ্বের স্থিতি-দাতা ("কাইয়ুম") সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাকর সত্তা। ইহাতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই বিশ্ব যে সুদৃঢ় শৃঙ্খলা ও সুনিপুণ অন্বয় সহ রচিত বিদ্যমান ইহার সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা বাতুলতার একশেষ যে, সেই বস্তু-সমুদয়ের মধ্যে কোন কোন বস্তু অপর বস্তুর কারণ-কর্ত্তা হওয়া সম্ভব। এই সুবিজ্ঞ ক্রিয়ার—যাহা শুধু বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ—এমন এক শিল্পীর প্রয়োজন, যিনি তাঁহার সত্তায় ইচ্ছাবান তদ্‌বির-কারক ও কর্ম্ম-কর্ত্তা, যথাবিহিত কার্য্যকরী, সর্ব্বজ্ঞ, অত্যন্ত কৃপানিধান, সৎকার্য্যে বারম্বার সুফল দাতা, লয়-হীন এবং সম্যক পূর্ণ গুণাবলীতে গুণান্বিত। সুতরাং তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি আপন সত্তায় পূর্ণতম গুণান্বিত। (১)

অতপর, বিশ্ব-রচয়িতার অস্তিত্ব প্রমাণিত করার পর সত্যান্বেষীকে একথা বুঝান আবশ্যক ছিল যে, সেই শিল্পী সর্ব্ব-প্রকার অংশত্ব হইতে পবিত্র। এই নিমিত্ত ইহার প্রতি ইঙ্গিত পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,— قل هو الله احد الله الصمد الخ—এই চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে—যাহা একটি পংক্তির সমানও

নহে—দেখিতে হইবে যে, কেমন সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে সর্ব্ব-পূজ্য বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্ব সর্ব্ব-প্রকার অংশত্ব হইতে পবিত্র হওয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বিস্তৃত ভাবে বলিতে গেলে বিষয়টি এই। অংশত্ব যুক্তির দিক দিয়া চারি প্রকার। অংশত্ব কখনো থাকে সংখ্যায়, কখনো থাকে মর্য্যাদায়, কখনো থাকে বংশে এবং কখনো থাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। এই নিমিত্ত এই সুরাহ্‌তে উক্ত চতুর্বিধ অংশত্ব হইতে খোদা পবিত্র হওয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার সংখ্যায় এক, দুই বা তিন নহেন। তিনি "সামাদ", অর্থাৎ স্বতঃ স্থিত ও কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, বরং সকলই তাঁহার মুখাপেক্ষী ("ওজুব ও মোহতাজ-এলায়হে") এবং এই গুণে একক ও অংশীহীন এবং তিনি ব্যতীত সমুদয় বস্তু অস্তিত্ব-সম্ভব ও লয়শীল ("মোমকেনুল্-ওজুদ ও হালেকুয্‌যাত)।" সকল বস্তু তাঁহার প্রতি প্রতিনিয়তঃ নির্ভর করে। তিনি "লাম্-ইয়ালিদ"—অর্থাৎ তাঁহার কোন পুত্র নাই যে পুত্র রূপে তাঁহার অংশী বা শরীক হইতে পারে। তিনি "লাম্-ইয়ুলাদ,"—অর্থাৎ তাঁহার কোন পিতা নাই যে পিতা রূপে তাঁহার শরীক বা অংশী হইতে পারে। তিনি "লাম্ ইয়াকুল্-লাহু-কুফু"—অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যে কেহ তাঁহার সমকক্ষতা করিবার নাই যে ক্রিয়ার দিক দিয়া তাঁহার শরীক বা অংশী প্রতিপন্ন হইতে পারে।

সুতরাং, এভাবে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, খোদাতা'লা সর্ব্বপ্রকার শেরেক বা অংশত্ব হইতে পবিত্র। তিনি "ওয়াহ্‌দাহু-লা-শরীক"—একক ও অংশীহীন। (২)

অতঃপর, তিনি "ওয়াহ্‌দাহু-লা-শরীক," বা একক ও অংশীহীন হওয়ার একটি যৌক্তিক প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে,—

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا - وما كان معه من اله الخ —

—অর্থাৎ, "গগন ভূবনে সেই এক সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাকর সত্বা ব্যতীত অন্য কোন খোদা থাকিলে উভয়ই বিকৃত হইত। কারণ নিশ্চয়ই কোন সময় সেই খোদা সমূহের দল একে অপরের বিরুদ্ধে কার্য্য করিত। কাজেই এই বিরোধ বশতঃ বিশ্বে বিপ্লব উপস্থিত হইত। তারপর যদি ভিন্ন ভিন্ন "খালেক" বা স্রষ্টা থাকিত, তবে তাহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব সৃষ্টির মঙ্গল চাহিত এবং তাহাদের স্বচ্ছন্দতার জন্য অপরকে ধ্বংস করিত। কাজেই, ইহাও বিশ্বে বিপ্লবের কারণ হইত।" (৩—৪)

এ পর্য্যন্ত কর্ত্তা হইতে কর্ম্ম ব্যঞ্জক প্রমাণ ("দলীল-লাম্মী") দ্বারা খোদা এক ও অংশীহীন (ওয়াহ্‌দাহু-লা-শরীক) হওয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে। অতঃপর খোদা ওয়াহ্‌দাহু-লা-শরীক হওয়ার কর্ম্ম হইতে কর্ত্তা নির্ণয়ক প্রমাণ ("দলীল-ইন্নী") প্রদান পূর্ব্বক বলা হইয়াছে :—

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الخ —

—অর্থাৎ, অংশীবাদী 'মোশ্‌রেকীন' এবং বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী 'মোনকেরীন'দিগকে বল, 'যদি খোদার কারখানায় অন্য কোন অংশী থাকিয়া থাকে **কিম্বা উপস্থিত উপকরণ সমূহই যথেষ্ট,** তবে এই সময়ে, যখন তোমরা ইস্‌লামের যথার্থ তত্ত্ব সম্বলিত প্রমাণ সমূহ এবং ইহার প্রতাপ ও শক্তির মোকাবিলায় পরাস্ত হইতেছ, তোমরা তোমাদের সেই অংশীদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আহ্বান কর। স্মরণ রাখিও, তাহারা কদাচ তোমাদের বিপদ দূরীভূত করিবে না।" হে রসুল, সেই মোশ্‌রেকদিগকে বল, "তোমরা তোমাদের অংশীদের—যাহাদের পূজা তোমরা কর—আমার বিরুদ্ধতার জন্য আহ্বান কর—আমাকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত যত তদ্বীর পার তৎ-সকলই অবলম্বন কর এবং আমাকে একটুও সময় দিও না। কিন্তু, একথা স্মরণ রাখিও, আমার সাহায্যকারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সেই খোদা, যিনি কোরান অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার সত্য ও সাধু রসুলগণের কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তোমরা যে সকল বস্তুকে তোমাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান কর, তাহারা কদাচ তোমাদের সাহায্য করা অসম্ভব। তাহারা তাহাদের নিজেদেরই কোন সাহায্য করিতে পারে না।" (৫—৭)

অতঃপর, খোদা যে সকল দোষ-ত্রুটী হইতে পবিত্র তাহা প্রাকৃতিক বিধানের দিক দিয়া সপ্রমাণ করতঃ বলা হইয়াছে :—

تسبح السموات السبع والارض ومن فيهن الخ—

—অর্থাৎ, "সপ্ত গগণ ও পৃথিবী এবং যাহা কিছু তন্মধ্যে আছে, খোদার পবিত্রতা ঘোষণা করে। কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু তোমরা উহাদের পবিত্রতা ঘোষণা ("তকদিস") বুঝিতে পার না। অর্থাৎ গগণ-ভূবনের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করিলে খোদা পূর্ণ-সত্বা ("কামেল")

ও পবিত্র ("মুকাদ্দস") হওয়া এবং পুত্রাদি ও অন্যান্য অংশী হইতে পবিত্র হওয়া নির্ণীত হয়। কিন্তু ইহা তাহাদের জন্য, যাহারা বুঝিতে পারে।"

অতঃপর, আংশিকভাবে সৃষ্টি-পূজকদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহাদের অসারতা অবধারিত করতঃ বলা হইয়াছে :—

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني الخ—

—অর্থাৎ, "কোন কোন ব্যক্তি বলে যে, খোদার পুত্র আছে, অথচ পুত্রের প্রয়োজন একটি ত্রুটী। খোদা সর্ব্ব ত্রুটী হইতে পবিত্র। তিনি অভাবহীন ("গণী")। তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই। গগন ও ভুবনে যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার। তোমরা কি খোদার প্রতি এরূপ দোষারোপ কর, যাহা সমর্থনের জন্য তোমাদের নিকট কোনই জ্ঞান নাই। খোদা কেন পুত্রাদির মুখাপেক্ষী হইবেন? তিনি পূর্ণ-সত্ত্বা—"কামেল"। "ওলুহিয়ত" বা ঈশ্বরত্বের কর্ত্তব্য পালনে তিনি একাকীই পূর্ণ ও যথেষ্ট। অন্য কোন ষড়যন্ত্রের আবশ্যক নাই।" (৯—১০)।

"কোন কোন ব্যক্তি বলে, খোদার কন্যা আছে। তিনি এই সমুদয় যাবতীয় ত্রুটী হইতে পবিত্র। এ কি! তোমাদের জন্য পুত্র, ও তাঁহার জন্য কন্যা! ইহা ত যথার্থ বিভাগ হয় নাই।" (১১—১২)।

"হে মানবগণ, তোমরা সেই "ওয়াহেদ লা-শরীক" (একক ও অংশীহীন) খোদার উপাসনা কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা সেই "কাদের" বা সর্ব্ব-শক্তিমানকে ভয় কর। তিনি ভূতলকে তোমাদের জন্য শয্যা ও আকাশকে তোমাদের জন্য ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আকাশমার্গ হইতে বারি বর্ষণ পূর্ব্বক নানাবিধ খাদ্য তোমাদের জন্য ফলাদি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং, তোমরা দেখিয়া জানিয়া সেই সমুদয় জিনিষকেই খোদার শরীক বা অংশীরূপে নির্দ্ধারণ করিও না, যাহা তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হইয়াছে।" (১৩)।

"খোদা এক। তাঁহার কোন শরীক বা অংশী নাই। তিনিই আকাশের খোদা, তিনিই পৃথিবীতে খোদা।" (১৪)।

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। তিনিই প্রকাশিত, তিনিই গুপ্ত। চক্ষু তাঁহার অন্ত জানিতে পারে না, তিনি চক্ষের অন্ত জ্ঞাত।" (১৫—১৬)।

"তিনি সকলের স্রষ্টা এবং কোন বস্তুই তাঁহার ন্যায় নহে। তিনি "খালেক" বা সর্ব্ব-স্রষ্টা হওয়ার এই প্রমাণ অতি স্পষ্ট যে, প্রত্যেক বস্তুকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে (পরিমাপে) সীমাবদ্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সেই এক পরমাত্মা ও সীমাবদ্ধকারীর অস্তিত্ব নির্ণীত হয়।" (১৭—১৮)।

"তাঁহার জন্য সকল প্রশংসা ও স্তুতি নির্ণীত হয়। ইহলোকে ও পরলোকে তিনিই প্রকৃত দাতা। প্রত্যেক আদেশ-আজ্ঞা তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীন। তিনিই সকল বস্তু নিচয়ের আশ্রয় ও প্রত্যাবর্ত্তন স্থল।" (১৯)।

"খোদা সকল পাপ, যাহার জন্য চাহিবেন, ক্ষমা করিবেন। কিন্তু শেরেক বা তাঁহার সহিত অংশ স্থাপন, কখনো ক্ষমা করিবেন না। অতএব, খোদার মিলনাকাঙ্খী ব্যক্তির কর্ত্তব্য এমন কার্য্য করা, যাহাতে কোন প্রকার দোষ না থাকে। কোন বস্তুকেই খোদার উপাসনায় শরীক করিবে না। তুমি খোদার সহিত অন্য কোনই বস্তু কদাচ শরীক করিবে না। খোদার শরীক স্থাপন ভীষণ অত্যাচার ও আঁধার। তুমি খোদা ব্যতীত অপর কাহারো নিকট অভিষ্ট যাচ্ঞা করিবে না। সকলই লয় পাইবে, শুধু তাঁহার অস্তিত্বই থাকিবে। তাঁহারই অধীন সকল আজ্ঞা-অনুজ্ঞা। তিনিই তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তনস্থল।" (২০—২৩)।

"তোমার খোদা এই চাহিয়াছেন যে, তুমি শুধু তাঁহারই আরাধনা কর এবং তোমার মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর। যদি তাঁহারা তোমাকে আমার সহিত অপর কাহাকেও শরীক করিবার জন্য ভ্রান্তপথে চালিত করেন, তবে তুমি তাঁহাদের কথা শুনিবে না।" (২৪—২৪)।

"যদি তুমি কষ্ট পাও, তবে খোদা ব্যতীত তোমার কোন বন্ধু নাই যে, সেই দুঃখ দূর করে। যদি তোমার কোন মঙ্গল হয়, তবে সকল মঙ্গলই খোদা করিতে সক্ষম—অন্য কেহ নহে। সকল বান্দার উপর তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার। তিনিই পূর্ণ-জ্ঞানী এবং যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ।" (২৬)।

"সকল প্রয়োজনাদি তাঁহারই নিকট চাহিতে হইবে। যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যান্য বস্তুর নিকট নিজেদের প্রয়োজনাদি চায়, সেই সকল বস্তু তাহাদের প্রার্থনায় কোন সাড়া দেয় না। এমন ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত এই রূপ, যেমন কেহ জলের দিকে হস্তদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক বলে,—"হে জল, আমার মুখ-গহ্বরে আস"। স্পষ্ট কথা, জলের এই শক্তি নাই যে, কাহারো শব্দ শুনিতে

পারে এবং আপনাপনি মুখে প্রবেশ করিতে পারে। সেইরূপ মোশরেক বা অংশীবাদী মানবেরাও তাহাদের উপাস্যদের নিকট অযথা সাহায্য-ভিক্ষা করে। ইহাতে কোন লাভ হইতে পারে না।" (২৭)

"যতই কেহ আল্লাহ্‌তা'লার সান্নিধ্য লাভ করুক না কেন, কাহারো শক্তি নাই যে, অযথা সুপারিশ করতঃ কোন অপরাধীকে মুক্তিদান করে। খোদার জ্ঞান তাহাদের অগ্র-পশ্চাৎ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। খোদার জ্ঞান সমূহ হইতে তাহারা শুধু ততটুকু জ্ঞাত হয়, যতটুকু তিনি স্বয়ং জ্ঞাত করেন—তদপেক্ষা অধিক নয়। তাঁহারা খোদাকে ভয় করেন।" (২৮—২৯)।

"খোদার সর্ব্ব-পূর্ণ নাম তাঁহারই বৈশিষ্ট। তাহাতে অপরের অংশত্ব সিদ্ধ নয়। সুতরাং, খোদাকে সেই সেই নামেই ডাক যাহাতে অন্য কাহারো অংশত্ব নাই, অর্থাৎ আকাশ বা পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তু সমূহের নাম খোদার জন্য উদ্ভাবন করিবে না এবং খোদার নাম সৃষ্ট বস্তুসমূহের প্রতি আরোপ করিবে না। তাহাদিগ হইতে দূরে থাক, যাহারা খোদার নামে অপরের অংশত্ব সিদ্ধ মনে করে। শীঘ্রই তাহারা তাহাদের কার্য্যফল পাইবে।" (৩০)।

"হে মোশ্‌রেকগণ, তোমরা খোদা ছাড়িয়া শুধু প্রাণহীন প্রতীমাই পূজা কর এবং সর্ব্বৈব মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ। অতএব, এই অপবিত্রতা—অর্থাৎ প্রতীমা—বর্জ্জন কর এবং মিথ্যা-কথন পরিহার কর।" (৩১—৩২)।

"তাহাদের কি পা আছে, যদ্বারা তাহারা চলাফেরা করে? তাহাদের কি হস্ত আছে, যদ্বারা তাহারা ধরে? তাহাদের কি চক্ষু আছে, যদ্বারা তাহারা দেখে? তাহাদের কি কর্ণ আছে, যদ্বারা তাহারা শ্রবণ করে?" (৩৩)।

"তোমরা চন্দ্র-সূর্য্যের নিকটও প্রণত হইবে না। সেই খোদাকে প্রণিপাত কর, যিনি এই যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি প্রকৃতপক্ষে খোদার উপাসক হও, তবে সেই "খালেক" বা স্রষ্টার উপাসনা কর—সৃষ্টির নয়।" (৩৪)।

"সূর্য্যের এ শক্তি নাই যে চন্দ্রের স্থান অধিকার করে। রাত্রি দিবসের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। কোন গ্রহ-নক্ষত্র স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কক্ষের অগ্র-পশ্চাৎ হইতে পারে না।" (৩৫)

"গগণে ভুবনে এমন কোনই বস্তু নাই, যাহা খোদার সৃষ্ট ও আজ্ঞাবহ নয়। যদি কেহ বলে যে, সেও খোদাতা'লার মোকবিলা এক খোদা, তবে এমন ব্যক্তিকে আমি জাহান্নামে প্রেরণ করিব। জালেম বা অত্যাচারীদিগকে আমি এই শাস্তি প্রদান করিয়া থাকি।" (৩৬-৩৭)

"সুতরাং, তোমরা খোদা ও রসুলের প্রতি ইমান আন এবং ত্রিত্ববাদের প্রচার করিও না। প্রত্যাবর্ত্তন কর, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম।" (৩৮)

"হে মানবগণ, একটি উদাহরণ উত্তমরূপে শুন। যে সকল বস্তুর নিকট তোমরা তোমাদের অভিষ্ট কামনা কর, তাহারা ত একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করিতে পারে না। যদি মক্ষিকা কোন পদার্থ তাহাদের নিকট হইতে নিয়া যায়, তবে তাহারা উহার নিকট হইতে তাহা ছিনাইয়া আনিতে পারে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত উভয়ই দুর্ব্বল—অর্থাৎ, যাহারা সৃষ্ট বস্তুর নিকট স্বীয় অভিষ্ট কামনা করে, তাহারা দুর্ব্বল-বুদ্ধি এবং যে সকল সৃষ্ট-বস্তুকে "মাবুদ" বা উপাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহারা শক্তিহীন।"

"মোশরেক বা অংশীবাদী মানব খোদাকে উচিত মত চিনে নাই। তাহারা এরূপ মনে করে যে, খোদার কারখানা যেন অপরাপর অংশী ভিন্ন চলিতে পারে না। পরন্তু, খোদা তাঁহার সত্তায় পূর্ণ-শক্তি-শালী ও সর্ব্ব-প্রবল।" (৩৯)

"সকল শক্তিই তাঁহার বৈশিষ্ট। মোশরেক বা অংশীবাদী মানব এমন অজ্ঞ যে, ভূত-প্রেতকে খোদার শরীক নির্দ্দেশ করে এবং কোন জ্ঞান ও প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ ব্যতীত তাঁহার জন্য পুত্র কন্যা উদ্ভাবন করে।"

"ইহুদীরা বলে, আজিজ খোদার পুত্র এবং খৃষ্টানগণ মসিহকে খোদার পুত্র নির্দ্ধারণ করে। এসকলই তাহাদের মুখের কথা; ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য তাহারা কোন প্রমাণ দিতে পারে না। তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী মোশরেকগণের অনুকরণ করিতেছে মাত্র। অভিশপ্ত লোকগণ সত্য-পথ কিরূপে পরিহার করিয়াছে! তাহারা তাহাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং মরিয়মের পুত্রকে খোদা নিরূপণ করিয়াছে। আদেশ তো ছিল, শুধু এক খোদার উপসনা করিবে। খোদা পূর্ণ-সত্তা। পুত্র গ্রহণের তাহার কোন আবশ্যক নাই। তাঁহার আপন সত্তায় কি কোন অভাব ছিল, যাহা পুত্রের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে? যদি কোনই অভাব ছিল না, তবে পুত্র সৃষ্টি দ্বারা কি খোদা অনাবশ্যক কার্য্য করিতেন? ইহার তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তিনি ত সর্ব্ব-প্রকার বৃথা কার্য্য ও সকল অপূর্ণ অবস্থা হইতে পবিত্র। যখন তিনি কোন বিষয় সম্বন্ধে "হও" বলেন, তাহা হয়।" (৪০—৪৩)

"মোসলমানগণ—যাহারা ইমান আনিয়াছে, যাহারা যথার্থ তৌহীদ গ্রহণ করিয়াছে, এবং ইহুদীগণ—যাহারা আওলিয়া ও নবিগণকে তাহাদের অভাব-পুরণ-কর্ত্তারূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং সৃষ্ট বস্তুকে খোদার কারখানায় অংশী বা শরীক নিরূপণ করিয়াছে এবং সায়েবিয়গণ—যাহারা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা অর্চ্চনা করে এবং খৃষ্টানগণ—যাহারা মসিহকে খোদার পুত্র পদ প্রদান করিয়াছে এবং 'মজুস' বা জরস্তীয়গণ—যাহারা অগ্নি ও সূর্য্যের পূজা করে এবং অপরাপর সকল মোশরেক—যাহারা বিবিধ শেরেকে আবদ্ধ—খোদা ইহাদের সকলের মধ্যে কিয়ামতের দিন মীমাংসা করিবেন। খোদা প্রত্যেক বস্তুর শাহেদ বা সাক্ষী। স্বয়ং মোশরেকগণের সৃষ্টি-পূজা কোন গুপ্ত বিষয় নয়। ইহা অত্যন্ত দেদীপ্যমান বিষয়। প্রত্যেকেই নিজেই ধ্যান করিলে বুঝিতে পারে যে, যাহা কিছু আকাশে ও ধরিত্রীতে আছে—স্বর্গীয় ও ভৌতিক দেহাবলী, উদ্ভিদ ও প্রস্তর, জীব-জন্তু, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহ, গীরি-তরু, বিবিধ প্রাণী ও মানব—যাহাদিগকে মোশরেক ব্যক্তিগণ পূজা করে, তৎ-সমুদয় বস্তুই খোদাকে 'সেজদা' বা প্রণিপাত করে, অর্থাৎ তাহাদের অস্তিত্ব ও স্থিতির জন্য তাঁহার প্রতি নির্ভর করে এবং সম্পূর্ণ নতশিরে তাঁহারই নিকট অবনত—এক মুহূর্ত্তও তাঁহার প্রতি নির্ভর ভিন্ন নহে।"

"সুতরাং, এই বস্তু সকল—যাহারা স্বয়ং অভাবগ্রস্ত—তাহাদের নিকট প্রয়োজনাদি প্রার্থনা করা স্পষ্ট বিপথগামিতা। কোন কোন মানব—যাহারা ঔদ্ধত্যাবলম্বন করে—তাহারাও বিনত ভিন্ন নহে। কারণ, ইহ জগতেই বিভিন্ন বিপদাপদ, দুঃখ-দুর্দ্দশা ও দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার দণ্ড তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং পরলৌকিক দণ্ডও তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।"

"তার-পর, খোদা ব্যতীত কোন্ বস্তু আছে, যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অভাবহীনতা-বাচক গুণ তন্মধ্যে পাওয়া যায়, যেন কেহ তাহাকে তাহার উপাস্য পদে বরণ করিতে পারে? যেহেতু খোদা ব্যতীত কোন বস্তুই "গণী" বা অভাবহীন নহে—ইত্যাবস্থায় সকল সৃষ্টি-উপাসকগণই ভ্রান্তিতে আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।" (৪৪)

—"বারাহীনে-আহমদীয়া" ৪র্থ খণ্ড,
৪২৭-৩৯ পৃঃ, টীকার অধীনে টীকা নং ৩—

আহমদীয়তের বিজয় ও 'আজাদ' পত্রিকার সংকীর্ণতা

[বাজিতপুর নিবাসী মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেব 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক সাহেবের নিকট উক্ত পত্রিকার একটি সংবাদের প্রতিবাদ সেই পত্রিকায়ই প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহারা তাহা প্রকাশ না করায় তিনি উহা আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। নিম্নে তাঁহার পত্র ও প্রতিবাদটি প্রকাশ করা গেল।]

মাননীয় আহমদী পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

নিম্নলিখিত প্রতিবাদ পত্রখানা 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক সাহেবের নিকট তাঁহাদের কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজাদ সম্পাদক প্রতিবাদ পত্রখানা অদ্যাবধি তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশ না করায় বাধ্য হইয়া আপনার কাগজে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইলাম। আশা করি, পত্রখানা আপনার বহুল প্রচারিত কাগজে প্রকাশ করিয়া সত্যকে আলোকের মুখ দেখিতে সহায়তা করিবেন।

নিবেদক—
আবদুল জব্বার

মাননীয় আজাদ সম্পাদক সাহেব সমীপেষু—

আমার তসলীম গ্রহণ করুন। আপনাদের মফঃস্বল সংস্করণ ৪ঠা আষাঢ় সোমবার তারিখের আজাদে মফঃস্বল-বার্ত্তা কলামে "কাদিয়ানদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও নিন্দাজনক ধর্ম্মসভা" শিরোনামায় কুলিয়ার চরের ১২ই জুন তারিখের সংবাদ-দাতার পত্রানুযায়ী আপনার দৈনিকে কাদিয়ানদের না-জেহাল সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এর প্রতিবাদে আমি নিম্নলিখিত কয়েকটী লাইন আপনার কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠাইতেছি। আশা করি, প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বাজিতপুরের নামজাদা উকিল আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার প্রেসিডেন্ট ও মুসলীম লীগের সেক্রেটারী, মৌলবী মোহাম্মদ আনিছুর রহমান বি, এল, সাহেব। ঢাকা হইতে আগত জনৈক মৌলানা কাদীয়ানদের বিরুদ্ধে বে-লাগাম যা' তা' বলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া ও সভায় উত্তেজনার ভাব পরিদৃষ্টে সভার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য গালিগালাচ না করিয়া আহমদী ও গয়ের-আহমদীদের মধ্যে বৈষম্য মূলক কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে মৌলানা সাহেবকে সভাপতি সাহেব অনুরোধ করেন। মৌলানা সাহেব সভাপতি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "ইসাকে (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লা জীবিতাবস্থায় সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নিয়া যান এবং তিনি অদ্যাবধি তথায় জীবিত আছেন এবং আখেরী জমানার মাহাদীর (আঃ) সময়ে আকাশ হইতে দুই ফিরিস্তার কাঁধে ভর দিয়া দামেস্কের মস্‌জিদের মিনারায় অবতরণ করিবেন এবং তথা হইতে মইয়ের সাহায্যে তিনি নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আসিবেন"—ইত্যাদি আরো কতিপয় বে-দলীল ও হাস্যোদ্দীপক কথার অবতারণা করেন।

জামাত ও খেলাফত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে মৌলানা সাহেব "বর্ত্তমানে খেলাফতের কোন আবশ্যকতা নাই; খলিফার হাতে বয়াত করা ইসলামের অবশ্য করনীয় কর্ত্তব্য সমূহের অঙ্গীভূত নহে; জামানার ইমামকে না চিনিয়া মরিলে জাহেলীয়াতের মৃত্যু হয় না"—ইত্যাদি কতিপয় কোরান-বিরোধী কথার অবতারণা করেন। এখন প্রত্যেক জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করি, মৌলানা সাহেবের উক্ত হাস্যোদ্দীপক উক্তিতে ইহাই কি প্রতীয়মান হয় না যে, উক্ত মৌলানা জাতীয় আলেমগণই হাদিছে উল্লিখিত আখেরী জমানার নিকৃষ্টতম জীব?

বড়ই আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, উক্ত সভার ভিতর দিয়া খোদার রহমত আহমদীয়া জমাতের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। **সভার সভপতি মৌলবী মোহাম্মদ আনিছুর রহমান বি, এল সাহেব সপরিবারে পবিত্র আহমদী সেলসেলায় দাখিল হইয়াছেন।** এখন বুঝিতে পারিলেন, কে না-জেহাল হইয়াছে? না-জেহাল হইয়াছেন সভার উদ্যোক্তা ও তথা-কথিত মৌলভী মৌলানাগণ, আহমদীগণ নয়। আল্লাহ যাহাদের সহায় তাহাদের নাজেহাল করে কে?

বিনয়াবনত—
আবদুল জব্বার—বাহের নগর, ডিপুটী বাড়ী,
পোঃ বাজিতপুর, ময়মনসিংহ।
৩০।৬।৩৯

জগৎ আমাদের

সুসংবাদ

আমরা বিগত এক সংখ্যা আহমদীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, আমাদের তিন জন আহ্‌মদী ভ্রাতা—মৌলবী আবুল ফয়েজ খাঁ চৌধুরী বি-এ, বি-টি, মৌলবী আবদুল জব্বর সাহেব বি-এ, বি-টি ও মৌলবী আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এম-এ আয়র্লণ্ডের ডাবলিন ইউনিভার্সিটি হইতে শিক্ষা বিভাগের এক বিশেষ ডিপ্লোমা লাভের জন্য পরীক্ষা দিয়াছিলেন। বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, খোদাতালার ফজলে তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের এই কৃতকার্য্যতা সিলসিলার জন্য এবং তাঁহাদের নিজেদের জন্য মোবারক করুন—আমীন। তাঁহারা ১০ই জুলাই তারিখে স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য তথা হইতে রওয়ানা হইবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন, তাঁহারা নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন—আমীন।

সিউরিতে তবলীগে

খোদাতা'লার ফজলে বিগত জুন মাসে সিউরিতে উত্তম তবলীগ হইয়াছে। তথাকার আঞ্জোমন আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেবের অনুরোধে মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব বি-এ পাঁচ দিনের ছুটি নিয়া তথায় তবলীগ করিতে যান এবং এবং তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া চারি দিন ব্যাপিয়া মিটিং করিয়া, পুস্তিকা বিতরণ করিয়া ও মৌলবী সাহেবদিগকে আলোচনায় আহ্বান করিয়া অতি জোরে শোরে তবলীগ করেন। খোদাতা'লার

ফজলে তাঁহাদের তবলীগের ফলে তথাকার কৃষি ফার্‌মের জনৈক কর্ম্মচারী মৌলবী আবদুল মালেক সাহেব বি-এ আহমদীয়ার সিলসিলায় দাখেল হইয়াছেন। খোদাতা'লা তাঁহাকে এস্তেকামাত দিন—আমীন।

প্রেমার চর গ্রামে জঙ্গ-বদরের লড়াই

বিগত ৫ই জুলাই কিশোরগঞ্জ মহকুমার প্রেমারচর গ্রামের নিকটস্থ বৈড়াগিরচর বাজারে খুব ধুমধামের সহিত এই মুবাহেসার সভা হইয়া গিয়াছে। সভা হয় প্রেমারচর গ্রামের স্বনামখ্যাত আলেম মৌলানা তালেব হুসেন সাহেব আহমদী হইয়া যাইতেছেন এই উপলক্ষে। সভায় দেশ ভাঙ্গিয়া হাজারে হাজারে মানুষ ও চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত আলেমগণ সমবেত হন। প্রায় পাঁচ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়।

মৌওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব ও মৌলবী আবু হামিদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব আহমদীয়া জমাতের পক্ষ হইতে এই সভায় তশরিফ আনয়ন করেন। সভায় "হায়াতে মসিহ" নিয়া প্রথম আলোচনা হইবে, না "নবুয়ত" নিয়া আলোচনা হইবে এই নিয়া তর্ক উপস্থিত হয়। বহু তর্ক বিতর্কের পরে মৌলবীগণ যখন মানিয়া নিল যে ইসা (আঃ) এর জেন্দা থাকা তাহারা দাবী করেন না, তখন আমাদের মৌওলানা সাহেব হজরত রসুল করীমের (সাঃ) পর তাঁহার উম্মত হইতে যে নবী আসিতে পারেন এই বিষয়ে কোরান করীম হইতে দলিল দিতে লাগিলেন দেখিয়া মৌলবীদের হুঁস উড়িয়া গেল এবং তাহারা হৈচৈ সুরু করিয়া দিল। এইরূপে তাহারা হট্টগোল করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়।

এই মোকাবেলার ফলে খোদার ফজলে জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকদের উপরে আহমদীয়তের খুব ভালো আছর পড়িয়াছে। মোলবীদের প্রত্যেক কথায় টালবাহানা ও ফেরারি ভাব দেখিয়া জ্ঞানী লোকগণ অবাক হইয়া গিয়াছেন। **খোদার ফজলে ২৫ জন লোক আহমদীয়া সেলসেলায় দাখিল হইয়াছেন।** তন্মধ্যে দুই জন দেশ-বিখ্যাত আলেম। সমস্ত দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। দেশবাসী উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় লোক আহমদীয়াত বুঝিবার জন্য মোওলানা আশরাফ আলী সাহেবের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন পাঠাইবে বলিয়া আন্দোলন করিতেছে।

সংবাদ দাতা—
মীর্জ্জা আলী আখন্দ

খোদ্দামুল-আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া খোদ্দামুল-তাহমদীয়া সমিতির প্রেসিডেন্ট মৌলবী সৈয়দ সাইদ আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত জুন মাসে উক্ত সমিতির মেম্বরগণ অষ্টগ্রাম, মাছিহাতা, সিমরাইল কান্দি, ঘাটুরা. হরণ, নাটাই, সাদকপুর, তাল সহর, শুহিলপুর ও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া এই দশটি গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় ৪৫ জন লোককে তবলীগ করিয়াছেন; এক জন হিন্দু ও দুই জন গয়ের আহমদী অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়াছেন। তাল সহর, হরিণাদী, অষ্টগ্রাম, ঘাটুরা, আহমদী পাড়া ইত্যাদি স্থানে ১২ জন রোগীর তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। ঘাটুরা ও হরিণাদীতে ৮ জন লোককে নামাজের জন্য তাকিদ করিয়াছেন। ঘাটুরা গ্রামে এক ব্যক্তিকে ঋণ দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। ঘাটুরা গ্রামের বোর্ড স্কুলের সম্মুখের একটি গর্ত্ত মাটি দ্বারা ভরট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরাইল যাওয়ার পথে এক হিন্দু ভদ্রলোকের সাইকেল নষ্ট হইয়া বিপদগ্রস্ত হইলে তাঁহার সাইকেল মেরামত করিয়া দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করা হইয়াছে। নাটাই ও ঘাটুরা গ্রামের দুইটি রাস্তা পরিষ্কার করা হইয়াছে।

খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ 'ফতেহ ইসলাম' ও প্রাথমিক উর্দ্দু পুস্তক পাঠ করিতেছেন।

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের সেবা-কার্য্য 'মোবারক' করুন এবং অন্যান্য আহমদী ভ্রাতাগণকেও তাঁহাদের আদর্শে এই সৎ-কার্য্যে উৎসাহিত করুন—আমীন।

লণ্ডনে তবলীগ

লণ্ডন হইতে সৈয়দ মোমতাজ আহমদ সাহেব—সেক্রেটারী, সাণ্ডে লেকচার—জানাইয়াছেন যে, বিগত মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে লণ্ডন আহমদীয়া দারুৎ-তবলীগে রীতিমত সপ্তাহিক সভা আহুত হইয়া ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। বিগত ৫ই মার্চ্চ ডাক্তার আতাউল্লা সাহেব আই-এম-এস "ইসলাম ও বিজ্ঞান" সম্বন্ধে, ১২ই মার্চ্চ ডাক্তার ইউসুফ সুলাইমান সাহেব "The creed of Islam" সম্বন্ধে, ১৯শে মার্চ্চ মৌলানা জালালউদ্দীন শামস সাহেব "Political Theory of Islam" সম্বন্ধে, ২৬শে মার্চ্চ মৌলবী মোহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব "ফেরেস্তা" সম্বন্ধে, ২রা এপ্রিল চৌধুরী আবেদ আলী সাহেব "ইসলামে সাম্য" সম্বন্ধে,

৯ই এপ্রিল মীর আবদুস্ সালাম সাহেব "মানব জীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে, ১৬ই এপ্রিল মিষ্টার বেলাল নেটাল "ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ও ২৩শে এপ্রিল মৌলানা জালালউদ্দীন শামস সাহেব "কোরান করীম পূর্ণ ধর্ম্ম-গ্রন্থ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। আল্লাহতা'লা তাঁহাদের এই সকল বক্তৃতা মোবারক করুন—আমীন।

সিয়েরালিউনে (আফ্রিকা) তবলীগ

সিয়েরা লিউন হইতে মৌলবী নাজির আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, ফ্রেঞ্চ সুডান হইতে জনৈক আরবী ভাষী আলেম তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন এবং বিদায় কালে প্রতিজ্ঞা করিয়া যান যে, তিনি স্বদেশে যাইয়া আহমদীয়তের প্রচার করিবেন। তিনি কিছু পুস্তিকাদিও সঙ্গে করিয়া নিয়াছেন। যে এলাকায় তাঁহার বাস তথায় সকলেই আরবী ভাষী। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার মারফত তথায় আহমদীয়তের প্রচার করেন। এতদ্ব্যতীত মৌলবী নজীর আহমদ সাহেব সিয়েরালিউনে আরো বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। ফলে মিষ্টার শেখ নামক এক ব্যক্তি আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা তাঁহাকে এস্তেকামাত দিন—আমীন।

খেলাফত জুবিলী ফাণ্ড

হজরত আমিরুল-মোমেনীনের খেদমতে পেশ করিবার প্রস্তাবিত ফাণ্ড— ৩০০০০০৲

১৫ই জুন পর্য্যন্ত জগতের বিভিন্ন জমাত ও আফরাদ হইতে প্রাপ্ত সর্ব্ব-মোট চাঁদা— ১৫০০০৭৲

তিন লক্ষ টাকার এই খেলাফত জুবিলী ফাণ্ডের তাহরিককে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রত্যেক আহমদীর এক প্রধান কর্ত্তব্য। সময় অল্প, খেলাফত জুবিলী উৎসবের আর মাত্র পাঁচ মাস বাকী আছে। কারণ আগামী ডিসেম্বর মাসে এই উৎসব হওয়া ধার্য্য হইয়াছে। অতএব সকল বন্ধুগণেরই নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর হওয়া উচিত।

যে সকল বন্ধু আজ পর্য্যন্তও এই ফাণ্ডে কোন ওয়াদা করেন নাই তাঁহারা সত্বর ওয়াদা করিয়া এবং যাহারা ওয়াদাকৃত চাঁদা এখনো সম্পূর্ণ আদায় করেন নাই তাঁহারা সত্বর নিজ নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করিয়া খেলাফতের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয় প্রদান করতঃ পুণ্য সঞ্চয় করুন।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

তাহরিক-জদীদের চাঁদার প্রতিশ্রুতি ও হজরত আমিরুল-মোমেনীনের আদেশ

হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) বলিয়াছেন, তাহরিক-জদীদের আর্থিক কোরবাণীতে তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে যোগদানকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন যাঁহারা প্রত্যেক বৎসর নিজ নিজ ওয়াদাকৃত টাকা সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দেন।

তিনি আরো বলিয়াছেন—"যখন ওয়াদা করিয়া বস তখন যাহাই ঘটুক না কেন, সেই ওয়াদা পূর্ণ কর এবং তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নিজ রক্তের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত কোরবান করিতে পরাঙ্মুখ হইও না।"

অর্দ্ধঘণ্টার নির্দ্ধারিত সম্মিলীত কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য সময়ের কার্য্য বিবরণী

Report of activities other than half-an-hour's collective activities

তারিখ Date	দিন Days	বিধবার তত্ত্বাবধান Help to widows	ধর্ম্মপ্রচার Tabligh	নামাজের তাকীদ Exhortation for Namaz	অন্যান্য কার্য্য Miscelleneous Activities	মন্তব্য—Remarks
	শুক্রবার Friday					
	শনিবার Saturday					
	রবিবার Sunday					
	সোমবার Monday					
	মঙ্গলবার Tuesday					
	বুধবার Wednesday					
	বৃহস্পতি বার Thursday					

দস্তখত (Signature).....
Secretary, Majlis, Khuddamul Ahmadiyya
সেক্রেটারী, মজলিস-খোদ্দামুল-আহমদীয়া

তারিখ (Date).....

দস্তখত (Signature).....
President, Khuddamul Ahmadiyya
প্রেসিডেন্ট, খোদ্দামুল-আহমদীয়া

নোট ঃ—প্রত্যেক সমিতির সেক্রেটারী এই ফারম অনুযায়ী রিপোর্ট করিবেন। আবশ্যকমত প্রাদেশিক আঞ্জোমন অফিসে লিখিলে এইরূপ ফারম পাইতে পারেন। এক ফারমে রিপোর্ট সঙ্কুলান না হইলে অতিরিক্ত সাদা কাগজ ব্যবহার করিবেন। —জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

খোদ্দামুল আহমদীয়া সমিতির সাপ্তাহিক রিপোর্ট

Weekly Report of the Majlis Khuddamul Ahmadiyya,

.....হইতে.....

From.....to.....

"তোমাদের কর্ত্তব্য হইবে স্বহস্তে কাজ করা, সরল জীবন যাপন করা, ধর্ম্ম-শিক্ষা দান করা, যুবকদের মধ্যে নামাজের পাবন্দীর অভ্যাস সৃষ্টি করা, তবলীগের জন্য সময় উৎসর্গ করা, দরিদ্র ও নিঃস্বের সাহায্য করা—কেবল নিজ ধর্ম্মের গরীব মিসকিনের নয়, বরং সকল ধর্ম্মের গরীব ও নিঃসহায় লোকের সাহায্য করা, যেন জগৎ বুঝিতে পারে, আহমদীদিগের 'আখ্‌লাক' বা নৈতিক চরিত্র কত মহান।" "মেম্বরগণ যুবকদের চরিত্র গঠন করিবে।" (হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) কর্ত্তৃক ১৯৩৮ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত খোৎবা হইতে উদ্ধৃত)।

তারিখ Date	দিন Days	মোট মেম্বর সংখ্যা Total Number of Members	উপস্থিত মেম্বর সংখ্যা Number of Members Present	অনুপস্থিত মেম্বরদের নাম এবং তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক কার্য্য Names of members absent & action taken against them	অর্দ্ধ ঘণ্টার সম্মিলীত কার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ Details of collective activities for half an hour	চাঁদা Subscriptions
	শুক্রবার Friday					
	শনিবার Saturday					
	রবিবার Sunday					
	সোমবার Monday					
	মঙ্গলবার Tuesday					
	বুধবার Wednesday					
	বৃহস্পতিবার Thursday					

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২॥০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ	" "	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৩০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 as.
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 as.
The Teachings of Islam	4 as.
Islam and its Comparison with other religions	12 as.
(Paper bound ...	8 as.)
The Imam of the Age ...	1 a.
Vindication of the Holy Prophet ...	2 as
The Future Religion of the World ...	2 as.
The Message from Heaven	1 a.
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৻১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৻১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৻৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).